পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 272 Sunday, 1 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৭২ সংখ্যা ❋ ১৫ ভাদ্র ১৪৩১, রবিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের!

পাঁচ ঘণ্টা পর উঠল অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ অবশেষে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হল। অভিযোগ দায়ের হল সিভিক ভলান্টিয়ারকে ছেড়ে দেওয়ায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে টানা ৫ ঘণ্টা পুলিশকে আটকে রাখার পর দাবি মেনে নেওয়ায় অবরোধ তুলে নিলেন আন্দেলনকারীরা। অবরোধ উঠে গেলেও বিটি রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে রাস্তা স্বাভাবিক করা হয়। ঘটনার সূত্রপাত, শুক্রবার মধ্যরাতে। আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে দোষীদের শাস্তি চেয়ে রাত ১১টা থেকে সিঁথির মোড়ে শান্তিপূর্ণভাবে

রাস্তার একপাশে পথনাটিকা করছিলেন রবীন্দ্রভারতীর পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। অভিযোগ, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পুলিশের বাইকে করে সেখানে মত্ত অবস্থায় হাজির হয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযোগ, রাতেই ওই মত্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পরিবর্তে কেন ছেড়ে দেওয়া হল, এই প্রশ্ন তুলে এরপরই কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মীকে পুলিশকে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন রবীন্দ্রভারতীর পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। ঘটনার জেরে ডানলপ-শ্যামবাজার রুটে সিঁথির মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ভোরের আলো ফুটলে আন্দোলনে সামিল হন স্থানীয় মানুষজনও। তাঁদের বক্তব্য, একই ঘটনা যদি সাধারণ কোনও মানুষ করতেন, তাহলে পুলিশ কি তাঁকে ছেড়ে দিত? আইন সকলের জন্য সমান হবে না কেন? এরপরই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপের দাবিতে রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। জানা যাচ্ছে, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে ওই দুজনের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছে। এরপরই রাস্তা অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

নারী নির্যাতনের মামলার দ্রুত বিচার চাই

প্রধান বিচারপতিকে পাশে বসিয়ে বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ আর জি কর কাণ্ড নিয়ে যখন দেশ তোলপাড়, তখন ১৫ আগস্টে লালকেল্লা থেকে ভাষণের পর ফের মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও উদ্বেগের বিষয়। মহিলাঘটিত অপরাধের দ্রুত বিচার হওয়া প্রয়োজন।'' দিল্লিতে জেলা বিচারব্যবস্থার জাতীয় সম্মেলনে অংশ নিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে পাশে বসিয়ে দেশে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মোদি। তিনি বলেন, ''এ ধরনের অপরাধ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'' তাই নারী সমাজের উপর যে কোনও অপরাধের মামলারই দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন বলে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোদির কথায়, নারীঘটিত অপরাধের যদি দ্রুত বিচার হয়, তাহলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা অর্থাৎ মেয়েরা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করবে। তিনি আরও বলেন, ''মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য দেশে অসংখ্য আইন আছে। ২০১৯ সালে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত আইন পাশ হয়েছিল। যার অধীনে সাক্ষ্য জমা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে জেলার পর্যবেক্ষক

কমিটিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমরা এই কমিটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার নিশ্চয়তা দিতে পারি। মহিলা নির্যাতনের মামলার যেভাবেই হোক দ্রুত বিচার দেওয়া চাই। যাতে বাকি মহিলারা অন্তত আশ্বস্ত হতে পারেন।'' মোদি জোরের সঙ্গে বলেন, ''দেশে মহিলাদের নিরাপত্তায় অনেক কঠিন আইন আছে। কিন্তু আমাদের উচিত সেগুলোকে আরও বেশি করে সক্রিয় বা প্রয়োগ করা।'' প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী এই কথাগুলো যেদিন বললেন, তার আগের দিনই, শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদিকে দ্বিতীয় আরেকটি চিঠিতে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানান। চিঠিতে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান চেয়েও লেখেন প্রধানমন্ত্রীকে। মমতা এও অভিযোগ তুলেছেন যে, আগের চিঠির কোনও জবাব পাননি। যদিও কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী দু'দফাতেই মমতার চিঠির জবাব দিয়েছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে খোদ প্রধানমন্ত্রী সেই অভিযোগের জবাব দিলেন নিজের মুখে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, আইন থাকলেও তা যথা সময়ে প্রয়োগ ও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোই জরুরি। ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে এ ধরনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা জরুরি। যাতে অপরাধী এবং নির্যাতিতা দুই পক্ষের কাছেই বার্তা যায়, নারী সুরক্ষায় কত কঠোর ভূমিকা নিতে পারে সরকার।

যাদবপুরে ফের উঠল র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ এক বছর আগেই র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বছর পেরতে না পেরতেই আবার একই অভিযোগ উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমে ডেকে র‍্যাগিং করা হয়েছে বলে এক ছাত্র অভিযোগ করেছে। ইউজিসি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ওই ছাত্র ইতিমধ্যে জানিয়েছে বলেও খবর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রের অভিযোগ, ২০২৪ সালে যাঁরা পাশ করে গেছেন সেইসব প্রাক্তনীদের কয়েকজন তাঁকে র‍্যাগিং করেছেন। ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ওই ছাত্র যে চিঠি দিয়েছে তাতে উল্লেখ করেছে, গত ২ আগস্ট তাঁকে প্রথমে জোর করে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে নোংরা মন্তব্য করে কয়েকজন। এরপর ফোন কেড়ে নিয়ে ব্যক্তিগত কিছু মেসেজ পড়ে তাঁরা। শুধু তাই নয়, তাঁকে দিয়ে কিছু মিথ্যে কথা লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে সে। এই ছাত্রের অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে ওই ছাত্র। পরিবার সূত্রে খবর, ক্যাম্পাসে যেতেই তাঁর ভয় লাগছে। বিশেষ করে এর আগে যে ঘটনা যাদবপুরে ঘটেছে সেটা মনে করে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওই ছাত্র। তাঁর একটাই দাবি, র‍্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস চাই। গত বছর এই অগস্ট মাসেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের নীচে এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের দেহ পাওয়া যায়। অভিযোগ ওঠে র‍্যাগিংয়ের। ওই ঘটনায় তোলপাড় হয়ে যায় গোটা রাজ্য। এমনকী তারপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের একাধিক ঘটনা শিরোনামে উঠে আসে।

একধিক জিনিস নিয়ে কলকাতায় ঢোকা যাবে না, নির্দেশিকা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ অস্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ে এবার কড়াকড়ি। শহর ও শহরতলির মধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। লাঠি থেকে বোমা, সমস্ত আক্রমণাত্মক অস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ৬ মাস পর্যন্ত কলকাতা শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ সুপার বিনীতকুমার গোয়েল এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কলকাতা ও কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায় তলোয়ার, বন্দুক, ভারী, ধারাল অস্ত্র নিয়ে কেউ চলাচল করতে পারবে না। তেমন হলে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। এমনিতেই প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেআইনি।

কেউ রাস্তায় এভাবে ঘুরতে পারেন না। কিন্তু নতুন করে কলকাতার নগরপালের এ হেন নির্দেশিকায় নানামহলে প্রশ্ন উঠছে। লাগাতার মিছিল, আন্দোলন, অভিযান চলছে শহরে, শহরতলিতে। গত কয়েকদিনে একাধিক মিছিল হয়েছে শহরে। কোথাও কোথাও লাঠি, বাঁশ এমনকী অস্ত্রের ব্যবহারও হচ্ছে বলে অভিযোগ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বা ঘটতে পারে সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই এরকম সিদ্ধান্ত পুলিশের, খবর সূত্রের। এমনিতেই প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেআইনি। কোনও সময়ের জন্যই কেউ এমনটা করতে পারেন না। করলে শাস্তি হবেই। তাই আচমকা এমন এক নির্দেশিকা

গোপালিকার মেয়াদ বাড়ল না, নিয়োগ হল নতুন মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ মুখ্যসচিব পদে বিপি গোপালিকার মেয়াদ কি আরও তিনমাস বাড়বে? গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। তবে গোপালিকার মেয়াদ আরও বাড়াল না কেন্দ্র। ফলে নতুন মুখ্যসচিবের নাম ঘোষণা করল নবান্ন। নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ। ১৯৯১ সালের আইএএস অফিসার তিনি। আপাতত মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সামলাবেন।

বিদায়ী মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকার সঙ্গে নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষে শনিবার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নবান্ন। শনিবার (৩১ আগস্ট) মুখ্যসচিব হিসেবে গোপালিকার বর্ধিত মেয়াদ শেষ হয়। গত তিনমাস ধরে তিনি এক্সটেনশনে ছিলেন। অর্থাৎ চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনমাস এক্সটেনশনে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সামলেছেন গোপালিকা। লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তিনমাসের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সূত্রের খবর, গোপালিকার মেয়াদ আরও তিনমাস বাড়ানোর জন্য দিল্লিতে ফাইল পাঠানো হয়েছিল। তবে তা অনুমোদন না হওয়ায় রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষে মনোজ পন্থের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ পন্থ। গতকালই অর্থসচিব থেকে সেচ ও জলসম্পদ দফতরের অতিরিক্ত সচিব করা হয়। আর এদিন তিনি মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পেলেন। নবান্নে বিদায়ী মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

বদলে গেল হরিয়ানার ভোটের দিন, পিছিয়ে গেল রেজাল্টও

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ বদলে গেল হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। শনিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা হল। আগামী ৫ অক্টোবর হরিয়ানার নির্বাচন হবে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের তারিখও পরিবর্তন হয়েছে। ৪ তারিখের বদলে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে ৮ অক্টোবর। আগে জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনের তৃতীয় দফার সঙ্গেই হরিয়ানায় এক দফায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপি সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের তরফে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন জানায়। এরপরই আজ নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণা করা হল যে ১ অক্টোবরের বদলে আগামী ৫ অক্টোবর হরিয়ানায় নির্বাচন হবে।

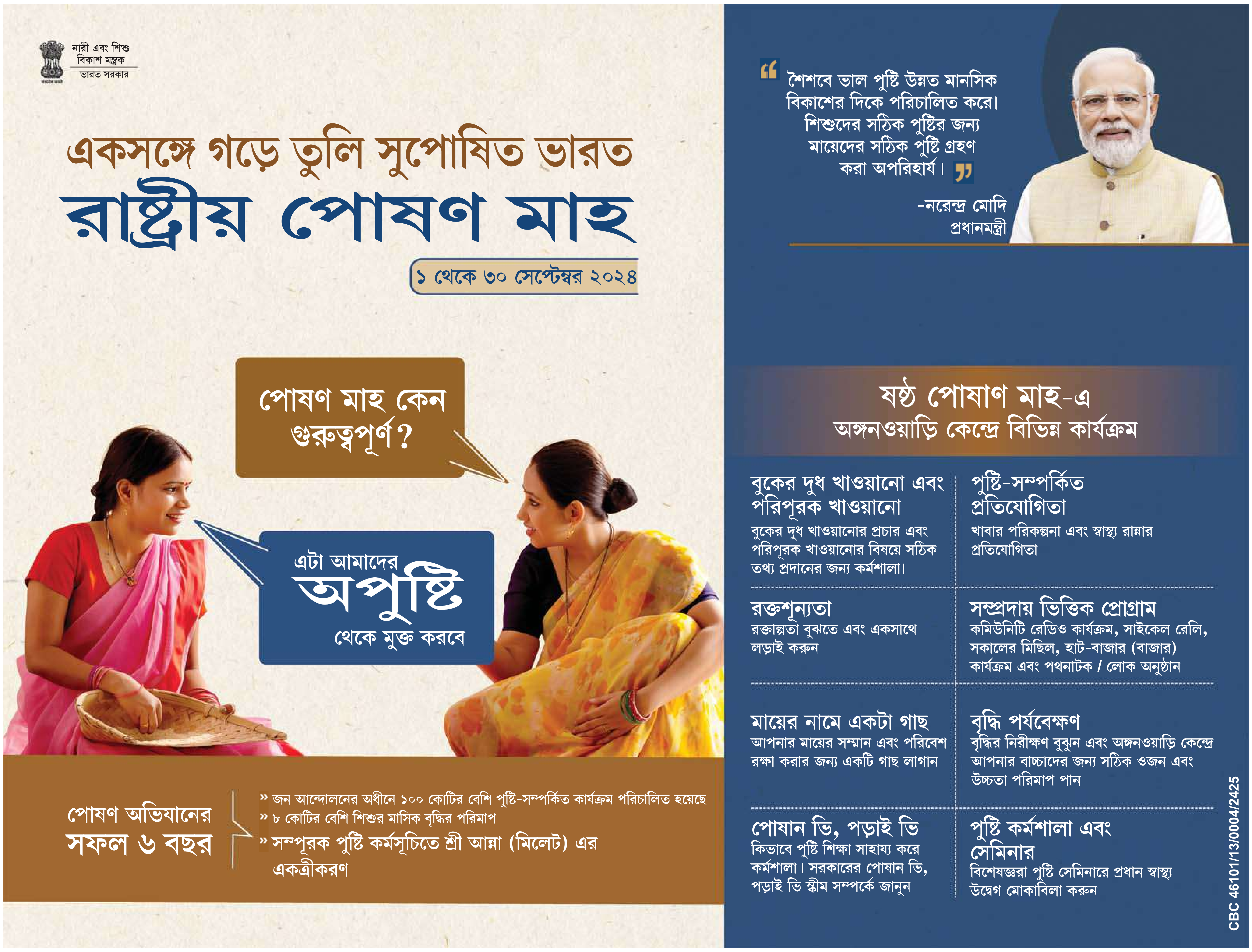

লিঙ্গ-ভিত্তিক বেতন বৈষম্য অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, জোর দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩১আগষ্টঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় নারীদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা'লক্ষণগত ব্যাধি' বলে অভিহিত করার তীব্র নিন্দা করেছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতী কলেজে 'বিকশিত ভারতে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আমি হতবাক আমি ব্যথিত এবং কিছুটা বিস্মিত যে সুপ্রিম কোর্ট বারে একটি পদ ধারণকারী, একজন সংসদ সদস্য, এমনভাবে কাজ করছেন এবং তিনি কী বলছেন? একটি লক্ষণগত ব্যাধি এবং এই ধরনের ঘটনা সাধারণ বলে উল্লেখ করেছেন? কী লজ্জার বিষয়! এই ধরনের অবস্থানের নিন্দা করার জন্য আমার কাছে শব্দ নেই। এটি উচ্চ পদমর্যাদার প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করা হচ্ছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কর্তৃক এই ধরনের জঘন্য ঘটনাগুলিকে সাধারণ বলে উল্লেখ করার প্রস্তাবের উপর তাঁর ব্যথা প্রকাশ করে, শ্রী ধনখড় এই বিবৃতিগুলিকে অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের বিবৃতি আমাদের মেয়েদের দুর্দশাকে তুচ্ছ করার সমতুল্য। দলীয় স্বার্থের জন্য? স্বার্থের জন্য? আপনি আপনার কর্তৃত্ব ব্যবহার করে আমাদের মেয়ে ও মহিলাদের প্রতি এই ধরনের জঘন্য অন্যায় করার জন্য একটি

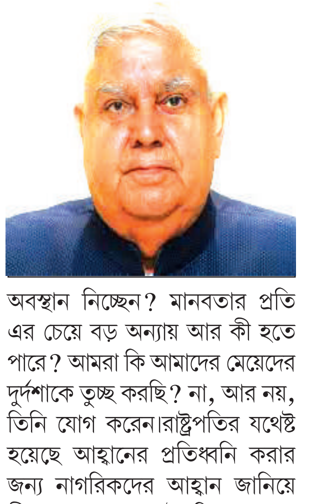

অবস্থান নিচ্ছেন? মানবতার প্রতি এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে? আমরা কি আমাদের মেয়েদের দুর্দশাকে তুচ্ছ করছি? না, আর নয়, তিনি যোগ করেন।রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট হয়েছে আহ্বানের প্রতিধ্বনি করার জন্য নাগরিকদের আহ্বান জানিয়ে শ্রী ধনখড় বলেন, রাষ্ট্রপতি বলেছেন, যথেষ্ট হয়েছে! (এনাফ ইস এনাফ!) আসুন, আমরা বলি যথেষ্ট হয়েছে। আমি চাই এই আহ্বান জাতীয় আহ্বান হোক। আমি চাই প্রত্যেকে এই আহ্বানে অংশগ্রহণ করুক। আসুন আমরা সংকল্প করি, একটি ব্যবস্থা তৈরি করি, আর নয়, শূন্য সহনশীলতা যখন আপনি একজন মেয়ে বা মহিলাকে শিকার করেন। আপনি আমাদের সভ্যতাকে আঘাত করছেন, আপনি মহত্ত্বকে আঘাত করছেন, আপনি একজন দানবের মতো আচরণ করছেন। আপনি চরম নৃশংস স্তরে বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কিছুই বাধা হওয়া উচিত নয় এবং আমি চাই দেশের প্রত্যেকে ভারতের রাষ্ট্রপতির সুস্থ, জ্ঞানী এবং সময়োপযোগী সতর্কতা মেনে চলুক।আমাদের মেয়ে ও মহিলাদের মনে ভয় উদ্বেগের কারণ বলে উল্লেখ করে, শ্রী ধনখড় বলেন, যে সমাজে মহিলা ও মেয়েরা নিরাপদ বোধ করে না তা সভ্য সমাজ নয়। সেই গণতন্ত্র কলঙ্কিত এটি আমাদের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা এবং আজ।আমাদের মেয়ে ও মহিলাদের মনে ভয় একটি উদ্বেগের কারণ, একটি জাতীয় উদ্বেগ। কীভাবে ভারতভূমিতে মেয়ে ও মহিলারা অনিরাপদ হতে পারে। কীভাবে তাদের মর্যাদা লঙ্ঘিত হতে পারে?...হাসপাতালে যখন একজন মেয়ে ডাক্তার মানবতার সেবায় অন্যদের জীবন বাঁচাচ্ছে? উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন।মেয়ে ও মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, শ্রী ধনখড় বলেন, আমি আপনাদের প্রত্যেককে আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ার আহ্বান জানাই। আপনাদের শক্তি ও সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েরা জাতির উন্নযনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তারা গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও মজ্জাগত শক্তি, তিনি আরও যোগ করেন।লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নির্মূলের পক্ষে ওকালতি করে উপরাষ্ট্রপতি সমাজে মহিলাদের জন্য বেতন ও সুযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের উপর আলোকপাত করেন। কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে আজ কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই? একই যোগ্যতা কিন্তু ভিন্ন বেতন, ভালো যোগ্যতা কিন্তু সমান সুযোগ নেই। সেই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। পরিবেশটি ন্যায্য হতে হবে, বৈষম্য নির্মূল করতে হবে, শ্রী ধনখড় যোগ করেন।ভারতের বর্তমান বৃদ্ধির গতিপথ তুলে ধরে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই অগ্রগতি দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ যারা মহিলা, তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া অর্জন করা যাবে না। মেয়ে ও মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাদের শক্তি আছে, তাদের প্রতিভা আছে। আপনাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ২০৪৭ সালের আগেই উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ হবে। তিনি মন্তব্য করেন। সমান নাগরিক সংহিতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, সমান নাগরিক সংহিতা একটি সাংবিধানিক নির্দেশ। এটি নির্দেশমূলক নীতিতে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে এটি বিলম্বিত হচ্ছে, কিন্তু সমান নাগরিক সংহিতা যা দীর্ঘদিন ধরে তাকে রাখা হয়েছে তা আপনাদের অংশের জন্য ন্যায়বিচারের একটি ছোট পদক্ষেপ। চারপাশে দেখুন এর অর্থ কী। এটিবিভিন্নভাবে সাহায্য করবে, কিন্তুপ্রধানত এটি আপনাদের লিঙ্গকে সাহায্য করবে।

৩টি বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, বললেন বিকাশ যাত্রায় যুক্ত হল নতুন অধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মেরঠ-লখনউ, মাদুরাই বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই নাগেরকয়েল এই তিনটি রুটের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরুর সংকেত দিয়েছেন তিনি। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই নতুন তিনটি ট্রেন উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক এই তিন রাজ্যের মানুষের সামনে বিশ্ব মানের সফর, গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ এনে দেবে।৩টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ উত্তর থেকে দক্ষিণে দেশের বিকাশ যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে, আজ থেকে মেরঠ -লখনউ, মাদুরাই-বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই নাগেরকয়েলের মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা শুরু হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ আমাদের বিকশিত ভারতএর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে যাচ্ছে...এই তিনটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক শহরগুলিকে সংযুক্ত করবে...মন্দির শহর মাদুরাই এখন আইটি শহর বেঙ্গালুরুর সঙ্গে সংযুক্ত হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দক্ষিণের রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর প্রতিভা, বিপুল সম্পদ এবং সুযোগ রয়েছে। তাই, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক সহ সমগ্র দক্ষিণের উন্নয়ন আমাদের সরকারের জন্য অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এখন উত্তর প্রদেশ এবং বিশেষত পশ্চিম উত্তর প্রদেশের লোকজন মেরঠ লখনউ রুটে বন্দে ভারত ট্রেনের মাধ্যমে সুসংবাদ পেয়েছেন। মেরঠ এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশ বিপ্লবের ভূমি। এই অঞ্চল উন্নয়নের এক নতুন বিপ্লবের সাক্ষী হল। বন্দে ভারত আধুনিক ভারতীয় রেলের নতুন মুখ। উচ্চগতির ট্রেনের আবির্ভাব মানুষকে তাঁদের ব্যবসা, কর্মসংস্থান এবং নিজেদের স্বপ্ন সম্প্রসারণ করার আত্মবিশ্বাস দেয়। এখন সমগ্র দেশে ১০২টি বন্দে ভারত রেল পরিষেবা চলছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৪ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৩১ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২৮ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৮ হাবান, আসামঃ১৪ ভাদ্, মুসলিমঃ ২৫সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২১ঃ৩২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৫০ঃ৪৬।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ৩৩ঃ৪০(৩১) এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৩ঃ৫৪(১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) সকাল ঘ ০৩ঃ৩৯ঃ১৬ দং ৫৫৪৩২০ পর্যন্তনক্ষত্রঃপুষ্যা রাত্রিঃ০৯ঃ০২ঃ১২ দং ৩৯১১২৭.৫ পর্যন্ত পরে অশ্লেষাকরণঃগর বিকাল ঘ ০৩ঃ২৩ঃ ২৫ দং ২৫৪৩০ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃবরীয়ান রাত্রিঃ০৮ঃ০২ঃ ৪৮ দং ৩৬৪২৫৭.৫ পর্যন্ত পরে পরিঘঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩১ঃ২২ থেকে- ১২ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ০১ থেকে- ১০ঃ২৭ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৯ঃ১৬ থেকে- ০১ঃ৩১ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ ১৭ঃ২৫ থেকে- ০৩ঃ৪৯ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ১১ঃ৩৪ থেকে - ০৭ঃ০১ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ০৫ঃ৫০ঃ৫২ থেকে- ০৬ঃ৩৬ঃ৫৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৯ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৫ঃ২১ঃ৩৭ থেকে - ০৬ঃ৫৫ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১৭ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ৫০ঃ৫২ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৫ঃ৫০ঃ৫২ থেকে - ০৭ঃ১৭ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৫৫ঃ১৭ থেকে - ০৫ঃ২১ঃ৩৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৪১৪৮৩০ (১১) ১ পদচন্দ্রঃ ৩১৯৫৩১ (৯) ১ পদমঙ্গলঃ ২০৫২৩৪ (৫) ৩ পদবুধঃ ৩২৮১৭৪৭ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ ১২৫৪৬১০ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫৮১৯৯ (১২) ৪ পদশনিঃ ১০১৯১০৩৫ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৬২৫৮ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৬২৫৮ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ ২৮ঃ৩০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৩৮ঃ৪০ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ৫২ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ০৮ঃ৩৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ১৩ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ০০ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৪ঃ১০ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০৫ঃ ১৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ ৪৪ঃ১২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫৭ঃ৩০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১৩ঃ১৩ পর্যন্ত।

দেশ গঠনে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ পুণ্যতিথিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোকবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, দেশ গঠনে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট প্রয়াত হয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।শনিবার সকালে এক শোকবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ প্রণব মুখোপাধ্যাযকে তাঁর পুণ্যতিথিতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন রাজনৈতিক দৃঢ়চেতা, পণ্ডিত ও খ্যাতিমান প্রশাসক, মুখার্জিজির জীবনযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের একটি নম্র গ্রাম থেকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আলোকিত হয়েছিল, সমস্ত উপায়ে শাসনকে শক্তিশালী করেছিল। তাঁর অবদান দেশ গঠনে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ড্রোনের সাহায্যে চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, বাহরাইচে এখনও ধরা গেল দুই নেকড়েকে

বাহরাইচ, ৩১ আগস্ট ঃ ড্রোনের সাহায্য চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি, অথচ এখনও উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে ধরা গেল দুই নেকড়েকে। তরাই অঞ্চলে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষখেকো ওই দুই নেকড়ে। দুই নেকড়েকে পাকড়াও করতে শনিবার সকালেও বন দফতরের অভিযান জারি রয়েছে। বন দফতর সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দু'টি নেকড়ে এখনও বাকি আছে। ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারি।বন দফতর সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে নেকড়ের শিকার হয়েছে ছ'টি শিশু-সহ ৮ জন। জখম ২২ জন। বহরাইচ জেলার মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই মূলত ঘটছে নেকড়ের হানার ঘটনা। নেকড়ের আতঙ্কে রীতিমতো তটস্থ সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা। অবশেষে ৪টি নেকড়ে ধরা পড়েছে, বাকি রয়েছে আরও দু'টি তবে তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে।

কেদারনাথে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল বিকল হেলিকপ্টার, কেউ হতাহত হননি

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩১ আগস্টঃ কেদারনাথে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল বিকল একটি হেলিকপ্টার। শনিবার সকালে কেদারনাথ ধামে অবতরণের সময় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিকল হয়ে গিয়েছিল একটি হেলিকপ্টার। সেটিকে এয়ারলিফ্ট করে ফিরিয়ে আনছিল উদ্ধারকারী এমআই-১৭ চপার। সেটির সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছিল বিকল হেলিকপ্টারটি।সেই সময়েই মাঝ আকাশ থেকে ছিঁড়ে পড়ে ওই হেলিকপ্টার। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। যদিও এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। একটি হেলিকপ্টার, যা এমআই ১৭ বিমানে এয়ারলিফ্টকরে মেরামতের জন্য গাউচর আকাশপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেটি কেদারনাথে ভেঙে পড়েছে। জেলা পর্যটন আধিকারিক রাহুল চৌবে বলেছেন, শনিবার এমআই-১৭ বিমানের সাহায্যে হেলিকপ্টারটিকে মেরামতের জন্য গাউচর এয়ারস্ট্রিপে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিছুদূর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমআই ১৭ ভারসাম্য হারাতে শুরু করে। হেলিকপ্টারটির ওজন ও বাতাসের কারণে ভেঙে পড়ে। ঘটনার পর উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছয়।

অভাবনীয় সাফল্য, অভূতপূর্ব মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতের ইউপিআই্য

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ বিশ্বের বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেঃট প্ল্যাটফর্মকে পিছনে ফেলে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতের ইউপিআই। ভারতের ইউনিফাযেড় পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) চলতি অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ৮১ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন করেছে, যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেশি।চিনের আলি-পে, পে-পল, ব্রাজিলের পিক্সকে পিছনে ফেলে ভারতের ইউপিআই এর মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ৩,৭২৯টিরও বেশি লেনদেন নথিভুক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র জুলাই মাসে ইউপিআই এর মাধ্যমে সব রেকর্ড ভেঙে ২০.৬ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিই অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে এর আগে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নামেও অপব্যাখ্যা চলত

ঃ মহন্ত দাশগুপ্তঃ

আর জি কর কাণ্ডে জাস্টিস চাই অপরাধীর ফাঁসি চাই রোজ একই কথা পশ্চিমবঙ্গের চারিধারে সকাল থেকে রাত ২৪ ঘন্টা প্রতি নিয়ত গুঞ্জড়িত হচ্ছে। তার মধ্যেই চারিদিকে দীর্ঘদিন ধরে জাস্টিস চাই ফাঁসি চাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। এই স্লোগানের রব থামানো যাচ্ছে না, চারিদিকে মিছিল, ধরণা, অবরোধ,প্রতিবাদ একেবারে সময় ধরে ধরে চলছে। আন্দোলনের গতি দিন দিন বাড়ছে, সাধারণ মানুষ যারা তাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের সংখ্যাটাও কত কারোর জানা আছে কি ? সেইসব গরীব ছাপোসা সাধারণ মানুষ একে তো তাদের ঠিক করে সংসার চালাতে পারেনা, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের চারিদিকে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় গজিয়ে উঠেছে। সেইসব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য দপ্তর গুলি থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা কি পাচ্ছেন গরিব গুরবো ছাপোসা নিরীহ অহিংস সাধারণ মানুষজন ? ঋণ করে হয় তাদের বড় জায়গায় চিকিৎসা করাতে যেতে হচ্ছে না পারলে মরে যেতে হচ্ছে। অথচ ডাক্তারবাবু ও নার্স থেকে শুরু করে কর্মচারীরা পাবলিকের পয়সায় সরকারি মাসমাইনটা প্রতিমাসে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, গরিব মানুষদের জন্যই সরকারি হাসপাতাল অথচ ঠিকমতো চিকিৎসা পান না সাধারণ মানুষজন। দুই বেলা আয়া না রাখলে নাকি ঠিকমতো পরিষেবা পান না রোগগ্রস্ত রোগীরা। যাদের বা যে সমস্ত মানুষদের মনে ছলচাতুরি নেই হিংসা ও বিদ্বেষ নেই, তারা রাজ্য দখলের আন্দোলনেও নেই শুধু কোন মতে বাঁচার জন্য জীবন-জীবিকা গুজরানের জন্য নিত্যদিন ওই সাতে পাঁচে না থাকা মানুষগুলোকে কতটা স্পিডে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে সেটা কি ভগবান মার্কা মহামান্য বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের জানা আছে কি ? ধর্ষণকাণ্ডে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হযেছিল। খুব কম সাংবাদিক সেদিন লিখেছিল যে, ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হলেও ধর্ষণ কমবে না বরং আরো বাড়বে। সেই হেডলাইন লেখা পত্রিকা সে বছর ময়দানের বইমেলায় প্রায় ৪০০ এরও বেশি স্টল ও প্যাভিলিয়নে বিতরণ করা হয়েছিল। ফাঁসি দিলেই যে ধর্ষণ রাজ্য থেকে তথা দেশ থেকে বিদায় নেবে তার প্রমাণ কে দেবে ? ফাঁসি দিলেই যে ধর্ষণ কমে যাবে, আর ধর্ষণ কেউ করবে না এর প্রমাণও কি কেউ দিতে পারবেন ? এটা এক সমাজিক ব্যাধির মত, এই ব্যাধিকে কি করে রোধ করা যায়, সেই পরামর্শ বা রাস্তা কে বা কারা তৈরি করে দেবে ? আচ্ছা বলুন তো অতি শাস্তির ভয়ে ও পানিশমেন্টের ভয়ে ধর্ষণ করে কেউ খুন করলো না ধরে নিন কিন্তু খুন বিহীন ধর্ষণও কি কমে যাবে বা কেউ করবে না ? দেশের সবাই জানে যে,যেভাবে আর জি করের লেডি ডাক্তার কে খুন করা হলো, তা নির্ভয়া কান্ড অনিতা দেওয়ান,নেহার বানু কান্ড, জ্যান্ত কই মাছ গিলিয়ে মেরে দেওয়া,কলকাতায় ডি সি বিনোদ মেহতার খুনকেও হার মানালেও হার মানাতে পারে, মনে করুন সাধারণ মানুষ এটাও মেনে নিল, কিন্তু সে সময় ঘটে যাওয়া হিংস্র ঘটনার প্রতিবাদ এমনটাই ছিল কিছুদিনের জন্য হলেও সরকার পক্ষের মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিবাদের ঝড় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সরকারকে এক চুল নাড়াতে পারেনি। ট্রেন,বাস সমস্ত যান চলাচল বাজার ঘাট, জুট মিল ও ফ্যাক্টরিগুলি সবই সচল ও স্বাভাবিক ছিল। সে সময় সব থেকে বড় কাণ্ড যেটা ঘটেছিল, সেটা ছিল বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড। সাঁইবাড়ির সন্তানদের খুন করে সেই রক্ত দিয়ে ভাত মেখে তাদের মাকে খাওয়ানো হয়েছিল। সেই কান্ডতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।কিন্তু প্রতিবাদ চললেও জনজীবন স্বাভাবিক ছিল সে সময়ও জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তার বাবুরা প্রতিবাদের নামে একদিন বা দুই দিনের নয় বা দীর্ঘদিন ধরনায় বসার প্রতিবাদে যাননি, সে সময়ের ছাত্র সমাজকে মহাকরণ অবরোধ করতে যেতে হয়নি। তখনো সংবাদপত্র ছিল বড় বড় জার্নালিস্টরা ছিল কিন্তু তারা রাজ্যের জনজীবনকে ব্যাহত করার খেলায় নামেননি। সবাই জানেন গোটা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে আর জি কর এর লেডি ডাক্তার খুনের ঘটনা। সবার কাছেই এটা মর্মান্তিক ও নিদারুণ ঘটনা। ভাবলে শুধু আমাদের নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষেরও গা শিউরে উঠেছে ও এখনও এই ঘটনার কথা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। তখনকার বলতে ৪০-৫০বছর আগের সাংবাদিক ও সংবাদপত্র রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ছাত্র সমাজ ও যুব সমাজও ছিল সম্পূর্ণভাবে ডিসিপ্লিন এর মধ্যে। সুস্থ চিন্তাভাবনার শরীক ছিল তারা। আর পুলিশের কথা বলছেন বা ভাবছেন, তখনকার দিনে যতদিন লাল টুপি পরিহিত পুলিশ ছিল, ততদিনই মানুষজন জমের মত ভয় পেত লাল টুপি পরিহিত পুলিশদের। সে সময় কলকাতা লালবাজার ও কলকাতা পুলিশদের ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হতো। এ সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর যেকোনো বক্তব্যের ও ভাষণের অপব্যাখ্যা করা হতো না বা অপব্যাখ্যা করার সাহস দেখাতো না। এমনকি বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গ যে সমস্ত ভালো মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছিল যেমন, বিধান রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন,সিদ্ধার্থ শংকর রায়, এসব

মুখ্যমন্ত্রীদের ভাষণ বা বক্তব্যের কোনও অপব্যাখ্যা করার সাহস কেউ দেখায়নি। অপব্যাখ্যাই হোক আর প্রতিবাদের ঝড়ই হোক সেটা দুএকদিনের বেশি স্থায়িত্ব পায় নি। তখনকার সরকারের আদেশ বা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো। লাল টুপি পুলিশদের ভয়ে কেউ আন্দোলন বেশি দিন চালাতে পারত না। এত সময় জ্যোতিবাবুর রাজ্যে কেউ ট্যাপো করার সাহস দেখাতো না। এমনকি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টও নয়। সে সময় অনেকেই দেওয়ালে কার্টুন আঁকতেন তাও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে কার্টুন আঁকা হতো বিভিন্ন রাজ্য বা এ রাজ্যের দেযালে দেওয়ালে। কিন্তু জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে কার্টুন আঁকা তো দূরের কথা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরাও দীর্ঘ আন্দোলনের পথে পা বাড়ানোর সাহস দেখাতো না। তাই অনেকেই বলছেন, মিডিয়ার সংখ্যা বর্তমান সময়ে যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন,আগেকার সাংবাদিকদের তুলনায় এখনকার সাংবাদিকরা অনেক গুণ পিছিয়ে আছেন। আগেকার সাংবাদিকদের গলার সুর খুব মসৃণ ছিল, নম্র ভাব ছিল তাদের ব্যবহার এবং চাল চলনে। বর্তমানে যেভাবে আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদি চলছে, সেই হিসেবে আজ জ্যোতিবাবুর মতো মানুষের প্রয়োজন ছিল। কোন আন্দোলনই ধোপে টিকত না জ্যোতিবাবুর মতো মানুষ থাকলে। তিনি সব সময় আলতু ফালতু বিষয় ও ব্যাপার পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষের বক্তব্য প্রতিবাদ তো হবেই। কিন্তু তা বলে রোগগ্রস্ত রোগীরা দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা পাবেন না কেন ? রাজ্যকে সচল রাখার জন্য, যান চলাচল সচল রাখার জন্য, রোগীর মারণ রোগই হোক আর যেকোনো রোগই হোক সেইসব রোগীদের চিকিৎসা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের নামে যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (যে হেতু স্বাস্থ্যমন্ত্রী) নিজে গিয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করবেন নাকি ? একটা সময় তো রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়, গলি গলি মে শোর হ্যায় এই স্লোগান তুলে গোটা রাজ্য তারপর গোটা দেশ পর্যন্ত ছেয়ে গিয়েছিল বোফর্স কামান কেলেঙ্কারির নামে। এই স্লোগান দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা দেশের কংগ্রেস সরকারকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। সে সময় কংগ্রেস সরকার থেকে কার ষড়যন্ত্রে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পদত্যাগ করেছিলেন ? পদত্যাগের পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং রাজীব গান্ধী তথা কংগ্রেস বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়ে এবং বিরোধী শক্তিঃর জেরে প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। অবশ্য সে সময় লাল টুপি পরিহিত পুলিশ ছিল না(লাল টুপি পরা পুলিশ আরো আগে ছিল)সেই সব কারণেই অতিরিক্ত সময় নষ্ট করে জনজীবনকে স্তব্ধ করে এবং দেওয়ালে কার্টুন এঁকে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনকে রুখে দিত ১১২ টাকা মাস মাইনে পাওয়া লাল টুপি পরিহিত পুলিশ বন্ধুজন। তখনকার দিনে আইন অমান্য বা প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করলেই একটাই স্লোগান ছিল, পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার ১১২। তাই তখনকার ১১২ টাকা মাস মাইনের পুলিশ আর এখনকার বেশি মাস মাইনে পাওয়া (সঙ্গে স্করপিও গাড়ি) পুলিশের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। জ্যোতিবাবুর সময়ে রাজ্যপাল নুরুল হাসান সরকারের বিরুদ্ধে একদম কোনও ট্যাপো করতে পারতেন না। উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আর জি কর এই বিশাল আন্দোলনে কারা সামিল হয়েছেন ? প্রকৃত আন্দোলনকারীরা নাকি রুজি রোজগার ছেড়ে সাধারণ মানুষজন নাকি অন্যরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ? সেই বিষয়েও খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের। দীর্ঘমেয়াদি এই আন্দোলনটা কি সঠিক বিচার চাওয়ার নাকি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের আন্দোলন ? দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের তদন্ত কেউ তাড়া করছে বর্তমানের আধুনিক ও ডিজিটাল আন্দোলন। আন্দোলনের জেরে সুপ্রিম পাওয়ারও ঘাবড়ে যাচ্ছে বিচারটা কিভাবে এগোবে ? সিবিআই সংস্থা তাদের মত করে একদম অন্যভাবে তদন্ত করে থাকে। তদন্তে শীঘ্রতা বজায় রাখতে গিয়ে যাকে তাকে বা অন্য কাউকে শাস্তি না দেওয়া হয় তার জন্যই তদন্ত সিবিআইএর সিস্টেমেটিক্যালি তদন্ত এগিয়ে চলেছে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের অভিমত, যেন প্রকৃত দোষীর ফাঁসি হয় বা সাজা হয়, জেরবার আন্দোলনের তাড়াহুড়োয় তদন্তে ও বিচার ব্যবস্থারযেন অবনতি না ঘটে। সুবিচারের জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষজন অপেক্ষামান।

প্যারিস প্যারালিম্পিকে পদকজয়ী অবনী লেখারা, মোনা আগরওয়ালকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃপ্যারিস প্যারালিম্পিকে পদক জয়ের জন্য অবনী লেখারা ও মোনা আগরওয়ালকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শুক্রবার প্যারা শুটার অবনী লেখারা প্যারালিম্পিকে দুটি সোনা জিতে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেন। অবনীর সোনা জেতার পাশাপাশি ভারতের আরও এক প্যারা শুটার মোনা আগরওয়াল প্যারিস প্যারালিম্পিকে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এসএইচ১ বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। উল্লেখ্য, অবনী টোকিও ২০২০ সংস্করণে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং এস এইচ-১ ইভেন্টে প্যারালিম্পিক গেমসের স্বর্ণপদক জিতে প্রথম ভারতীয় মহিলা হয়েছিলেন। তিনি প্যারিসেও শিরোপা ধরে রাখলেন। তিনি দ্বিতীয় স্বর্ণ জয় করে নতুন প্যারালিম্পিক রেকর্ড গড়েন।

ভারতে বিচারপতির সংখ্যার অনুপাত খুবই কমঃকপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ ভারতে বিচারপতির সংখ্যার অনুপাত খুবই কম। বললেন সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর কথায়, জেলা ও দায়রা পর্যায়ের রোস্টার অতিরিক্ত চাপে পড়েছে। শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জেলা বিচার বিভাগের দু'দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিব্বলও।জেলা বিচার বিভাগের দু'দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কপিল সিব্বল বলেছেন, আমাদের ট্রায়াল কোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালতকে ভয় অথবা উদ্বেগ ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া দরকার। সেই স্তরের বিচারব্যবস্থাকে এই আত্মবিশ্বাসের সাথে উদ্বুদ্ধ করা উচিত যে, তাদের রায় তাদের বিরুদ্ধে হবে না এবং তারা ন্যায়বিচার সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার কর্মজীবনে, আমি খুব কমই এই স্তরে জামিন মঞ্জুর করতে দেখেছি। এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতা নয়, এমনকি প্রধান বিচারপতিও এটা বলেছেন, কারণ উচ্চ আদালত বোঝা হয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি, নিম্ন আদালতে জামিন একটি ব্যতিক্রম... স্বাধীনতা হল একটি সমৃদ্ধিশীল গণতন্ত্রের ভীত এবং এটিকে গলা টিপে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা আমাদের গণতন্ত্রের গুণমানকে প্রভাবিত করে।

কেরলের পালক্কাড়ে শুরু সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক, যোগ দিলেন জেপি নাড্ডা

পালক্কাড়, ৩১ আগস্ট ঃ কেরলের পালক্কাড়ে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিয়েছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, আরএসএস এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। যোগ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও।শনিবার বৈঠকে শুরুতেই কেরলের ওয়ানাড়ে ভূমিধসের বিশদ বিবরণ ও আরএসএস এর স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে প্রদত্ত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত অতিথিদের অবগত করা হয়। শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া বৈঠক চলবে তিন দিন ধরে। এই বৈঠকে সামাজিক কাজের জন্য সঙ্ঘে 'পঞ্চ পরিবর্তনের' উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সঙ্ঘের পাঁচটি পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক জ্ঞানার্জন, পরিবেশ সুরক্ষা, নিজের উপর জোর দেওয়া এবং নাগরিক দায়িত্ব।

বিজেপিতে যোগ দিলেন মধু কোড়া, লোবিন হেমব্রমও গেরুয়া শিবিরে সামিল

রাঁচি, ৩১ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডে ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে বিজেপি। শুক্রবারই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন, আর শনিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের অপর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়া। রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড বিজেপির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেনের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মধু। তাঁর স্ত্রী গীতা কোড়া এই বছরের শুরুতেই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।এদিকে, শনিবারই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা থেকে বহিস্কৃত নেতা লোবিন হেমব্রম। ঝাড়খণ্ড বিজেপির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেনের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন লোবিন হেমব্রম। চলতি বছরের শুরুতে ৬ বছরের লোবিনকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৬ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতকরা এবং ৫৬ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১০মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃবয়স্ক জাতক-জাতিকারা পেট সংক্রান্ত সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবেই।

বৃষ রাশিঃখেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকারা তাঁদের সাফল্যের জন্য নামী সংস্থায় চাকরির সুযোগ পাবেন।

মিথুন রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না। সংসারে শান্তি।

কর্কট রাশিঃরাজনীতিবিদরা সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন।

সিংহ রাশিঃঅর্থকরী দিক শুভ - তবে স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় থাকতে পারেন। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা পেট-সংক্রান্ত সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। শুভ দিন হবে

কন্যা রাশিঃ আর্থিক উন্নতি হবে

তুলারাশিঃমামলায় অযথা জড়িয়ে পড়তে পারেন আজ। প্রজ্ঞাবান আনুকূল্যে লাভ হতে পারে আজ।

বৃশ্চিক রাশিঃ সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ থেকেই।

ধনু রাশিঃবাড়িতে অতির্থি আগমন

মকর রাশিঃঅর্থ বিনিয়োগের ব্যবসায়িক সাফল্য দুর্দিনে আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ হতে পারে।

কুম্ভ রাশিঃ আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলবেন।

মীন রাশিঃআপনার শ্রম ও দক্ষতা থাকলেও কর্মক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তির জন্য পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ। নব-বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। সংসারে শান্তি ফিরবে আজ।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় ৩২৯টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছেঃরাজস্ব সচিব

আগরতলা, ৩১ আগস্ট ঃ ত্রিপুরায় বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত রাজ্যে ৩২৯টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ১৭,৯৩৯ জন মানুষ আশ্রিত রয়েছেন।সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এ সংবাদ জানান।সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী পান্ডে জানান, সাম্প্রতিক বন্যার পর প্রথমবারের মতো শুক্রবার সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর বন্যাস্তর থেকে নিচে নেমে এসেছে। বন্যায় রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মৃত ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ভূমিধুসে, ১২ জন জলে ডুবে এবং বসত বাড়ি ভেঙ্গে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজস্ব সচিব জানান, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪ হাজার ৭৩৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪,৫৯০ টি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। ধলাই জেলা, সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ১৪৪টি বিদ্যালয় এখনও খোলা যায়নি। এছাড়াও গতকাল থেকে রাজ্যের ১ হাজার ২৭৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হয়েছে। বাকি ৯৩৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হোম রেশনের সুবিধা নিয়ে কাজ করছে।সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বি সি যোশীর নেতৃত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন বন্যাদুর্গত স্থান পরিদর্শন করছেন।

সব মেট্রো ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর!

আরেকটি ডালিান রেক ব্লু লাইনে চালু করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ সব মেট্রো ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর! মেট্রো রেলওয়ে আজ যাত্রীদের পরিষেবার জন্য আরেকটি ডালিয়ান রেক এমআর-৫১৪ চালু করেছে, অর্থাৎ ৩১.০৮.২০২৪ এর আগে ০৫.০৮.২০২৪, এমআর-৫১৩, ব্লু লাইনে দুটি নতুন ডালিয়ান রেকের একটি চালু করা হয়েছিল। এর সাথে, তিনটি ডালিয়ান রেক এখন কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে চলছে। নতুন রেক এমআর-৫১৪ দম দম স্টেশন থেকে ১২.১০ টায় তার প্রথম দৌড় শুরু করে। এবং এটি কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায় ১৩.০১ টায়। আবার এটি কবি সুভাষ থেকে ১৩.১০ টায় তার ফিরতি যাত্রা শুরু করে এবং ১৩.৫৯ টায় দম দম স্টেশনে পৌঁছায়। এই রেকটি মেট্রো রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যাত্রীদের জন্য আরাম এবং যাত্রার আনন্দ বাড়াতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। বিদ্যমান এসি রেকের তুলনায় এই ধরনের রেকের ১০০ মিমি চওড়া দরজা রয়েছে। অধিকন্তু, বৃহত্তর বসার ক্ষমতা, উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দ কমানোর বৈশিষ্ট্য এবং চোখের প্রশান্তিদায়ক আলোকসজ্জা মেট্রো রেলের যাত্রীদের আরামের যোগান। নতুন এমআর-৫১৪ রেকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ- যাত্রীদের সুবিধার বৈশিষ্ট্য-এই রেকগুলির প্রশস্ত দরজাগুলি যাত্রীদের বিশেষত পিক আওয়ারে সহজে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সুবিধা দেবে। এই রেকগুলির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি ঝাঁকুনি-মুক্ত রাইডও প্রদান করবে। কোচের অভ্যন্তরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবুল, বর্ধিত বসার ক্ষমতা সহ প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা করা এই রেকের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়াও, নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এসি, বাইরের ইঙ্গিত বাতি সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহুরঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, ইউনিফর্ম আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং দরজার পাশের হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি এই রেকগুলিকে তৈরি করেছে। কলকাতা মেট্রোতে অনন্য। এই নতুন রেকগুলির আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ -প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ভুল্ডল্ডল্ডএই রেকগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে রেইন ওয়াটার চ্যানেল, পেইন্ট-মুক্ত স্টেইনলেস স্টিল কার বডি, সাইড স্টপার সহ উন্নত দরজা চ্যানেল এবং উন্নত শক্তি খরচ যা আরও পরিবেশবান্ধব হবে। নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ এই রেকগুলিতে কিছু উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যেমন ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, স্ট্র্যাপের সাথে নিয়ন্ত্রিত ডিসচার্জ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, বিস্তৃত ইভাকুয়েশন ডোর এবং অ্যান্টি-স্কিড রাবার ফ্লোরিং সহ ইভাকুয়েশন র‍্যাম্প। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যা মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা খোঁজে। উল্লেখ্য যে কলকাতা মেট্রোর সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহরে বর্তমানে ব্লু লাইনের জন্য ২৯টি রেক, অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৩টি রেক, পার্পল লাইনের জন্য ২টি রেক এবং গ্রীন লাইনের জন্য ১৪টি রেক রয়েছে।

টিকিয়াপাড়া কারশেডে জল জমার দায় রেলের নয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ বর্ষাকালে অফিসে আসার সময় আপনার কি নিয়মিত দেরি হয়? লাইনে জল জমেছে? এই জলাবদ্ধতার জন্য ভারতীয় রেলের উপর ক্ষোভ? কিন্তু বাস্তবে চিত্রটি অন্যরকম। হাওড়ার রেলপথগুলি এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের আগে নির্মিত ও পরিচালিত। কিন্তু ঐ এলাকার অধিবাসীরা অনেক পরে বসতি গড়েছেন। বর্তমানে অতি ঘিঞ্জি শহরের জল ঢুকে পড়েছে রেললাইন ও সংলগ্ন এলাকায়। রেলওয়ে জমে থাকা জল পাম্প করে বের করার একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি করেছে তবে সংলগ্ন বসতি অঞ্চলে নিকাশী সমস্যার কারণে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারছেনা । কারশেড এলাকায় মোট ১৯ নং ট্র্যাক রয়েছে যার মধ্যে ৮টি লাইন খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং ১১টি লাইন শেডের নীচে রয়েছে যেখানে ইএমইউগুলির রক্ষণাবেক্ষণ অবিচ্ছিন্নভাবে করা হচ্ছে। টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স এবং এর যাবতীয় প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ভবনসহ প্রায় ২৪৯ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে কারশেডটি। একইভাবে ঝিল সাইডিংয়ে ১৯ টি ট্র্যাক রয়েছে যার মধ্যে ২ টি ভারী মেরামত শেডে রয়েছে এবং ২ টি বন্দে ভারত পরিদর্শন শেডে রয়েছে যা সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ২ নম্বর ক্যাটওয়াক লাইন। ঝিল সাইডিংটি তার সমস্ত প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা ভবন সহ প্রায় ১৩২০০০ বর্গমিটারে বিস্তৃত। কারশেড ও ঝিল সাইডিংয়ে বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থাঃ টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সের ড্রেনগুলো একদিকে দশরথ ঘোষ লেনের পৌর ড্রেনের সাথে এবং অপর পাশে বাইপাস রোড ড্রেনের

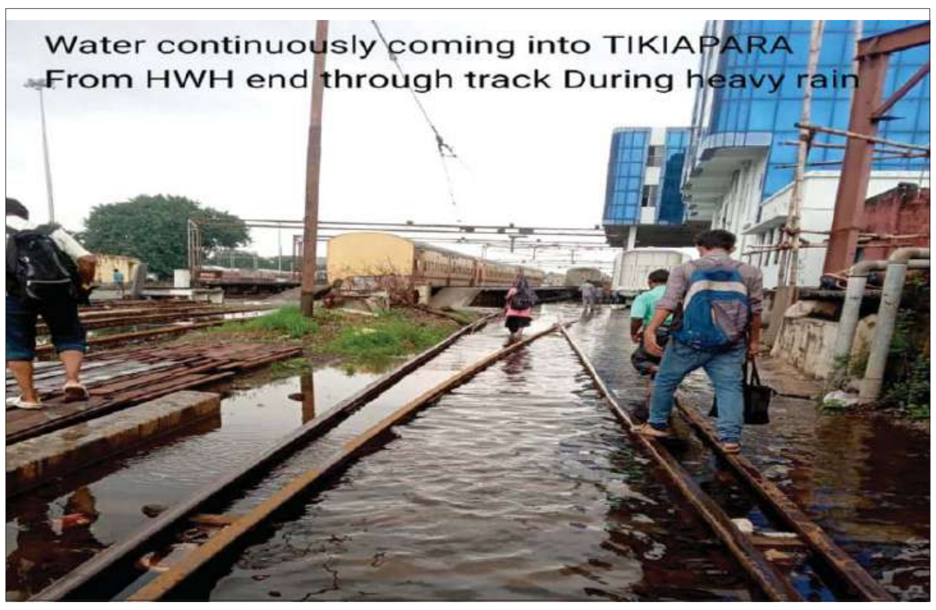

সাথে ২ নং রেলসেতু দিয়ে ভালোভাবে সংযুক্ত যার মধ্য দিয়ে সারা বছর অবিরাম জল প্রবাহিত হয়। কারশেডে বিদ্যমান ২ টি কূপের থেকে জল সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং এর থেকে প্রতি ঘন্টায় ১৬৩ ঘনমিটার পাম্পিং ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি কম ক্ষমতার পাম্প দ্বারা জল বাইরে পাম্প করা হচ্ছিল। হাওড়া প্রান্তে জমা হওয়ার পরে এই জলের একটি বড় পরিমাণ আবার কূপে ফিরে আসে এবং যার জন্য তেমন ভালো ফল পাওয়া যায় না। এই বিদ্যমান কূপগুলি পলিমুক্ত করে প্রতি ঘন্টায় ৯০৩ ঘনমিটার পাম্পিং ক্ষমতার উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প সরবরাহ করা হয়েছে এবং এগুলির থেকে এখন ঝিল সাইডিংয়ে অবস্থিত নবনির্মিত ০৩ নং কূপে জল পাম্প করা হচ্ছে । এই কূপের জল এরপরে নবনির্মিত ০৪ নং কূপ এবং তারপরে ০৫ নং কূপ হয়ে শেষ পর্যন্ত গঙ্গা নদীতে গিয়ে পরে। উল্লেখ্য, বৃষ্টির জল বের করার জন্য জন্য সম্প্রতি প্রতিটি কূপে ঘন্টায় ৯০৩ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প বসানো হয়েছে। একইভাবে ঝিল সাইডিংয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং পাম্পের মাধ্যমে বৃষ্টির জল পাম্পের মাধ্যমে চাঁদমারি ব্রিজের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ডাবসন রোড দিয়ে এটি গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। সংলগ্ন বসতি এলাকা প্লাবিত হওয়ায় জলাবদ্ধতার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির সময় রেললাইনের উভয় পাশের ড্রেন ডুবে যায় এবং জল বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কারশেড এলাকার জল পাম্পের মাধ্যমে এই ড্রেনে সরবরাহ করা হয় কিন্তু বাইরের ড্রেন প্লাবিত হওয়ার কারণে এই জল টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সেও প্রবেশ করে। অবিরাম বৃষ্টির সময় হাওড়া প্রান্ত থেকে টিকিয়াপাড়ার পিট-১ এ ট্র্যাক দিয়ে ভারীমাত্রায় জল ভিতরের দিকে প্রবাহিত হয়। কারশেড এলাকায় দেখা গিয়েছে যে, নিকটবর্তী ফকিরবাগান এলাকা, নন্দীবাগান এলাকা এবং কাপুর গলি এলাকা থেকে বৃষ্টির জল হাওড়া প্রান্ত দিয়ে ঢুকে কারশেডের প্রান্ত দিয়ে ঢুকে কারশেডকে প্লাবিত করে। ঝিল সাইডিং এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, ড্রেনটি গুলমোহর এলাকার ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও গুলমোহরে জলাবদ্ধতার কারণে ঝিল সাইডিংও জলে উপচে পড়ছে। নবনির্মিত ড্রেনেজ ওয়াটার সিস্টেম চালু থাকলেও ভারী বর্ষণ ও পৌরসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলাবদ্ধতার কারণে বৃষ্টির সব জল এই সিস্টেম দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমাদের কারশেড ও ঝিল সাইডিং জলাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং জলাবদ্ধ অবস্থার সময়ের ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে তবে আরও কিছু কাজ করা এবং পৌরসভার নিকাশী ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা দরকার। ঝিল সাইডিং, হাওড়া কারশেড ও টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সের জলাবদ্ধতার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংলগ্ন এলাকায় সুপরিকল্পিত ও কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থা বজায় রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িে দেবে বলে আশা করা যায়।

খুন হওয়া সুন্দরবনের বাসন্তীর এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে গেলেন বিধায়ক, সভাধিপতি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সু ন্দরবনঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে খুন হওয়া বাসন্তীর এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে শনিবার গেলেন স্থানীয় বিধায়ক, জেলা সভাধিপতি। এবার বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায় গো রক্ষকদের দ্বারা পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো এরাজ্যের সু ন্দরবনের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। গত ২৭ শে আগষ্ট ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানায়। অভিযোগের আঙুল স্থানীয় 'গো রক্ষা' কমিটির দিকে। হরিয়ানার বধরা থানায় এবিষয়ে একটি অভিযোগ ও দায়ের হয়েছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সু ন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকার বাসিন্দা সাগির মল্লিক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে হরিয়ানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত ২৭ শে আগষ্ট তিনি গো মাংস ভক্ষণ করেছেন এই সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নেমে হরিয়ানার পুলিশ আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। মৃত সাগিরের শ্যালক সুজাউদ্দিন সরদার শনিবার বাসন্তির বাড়িতে দাঁড়িয়ে বলেন,সাগির কখনই গো মাংস ভক্ষণ করেননি বা আমাদের পরিবারের কেউ গরুর মাংস ভক্ষণ

করেন না। শুক্রবার সাগিরের কফিনবন্দি দেহ বাসন্তিতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছায়।এদিন বিকেলে তাঁকে কবরে সমাহিত করা হয়। শনিবার মৃত সাগিরের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে যান বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল নস্কর,জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী,বাসন্তী ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিন্টু গাজী,বাসন্তী পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীদাম মন্ডল।এদিন মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল নস্কর বলেন,বিজেপি শাসিত রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে খুন হলো আমার বিধানসভার এক সংখ্যালঘু ভাই। আমরা এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এই আশা রাখবো হরিয়ানা রাজ্যের কাছে। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে আছি। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ মৃত সাগিরের ভাই বাবুর আলি মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। মৃত সাগিরের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা ছাড়াও আছে ভাই, বোন এবং স্ত্রী ও তিন বছরের একটি সন্তান। বাসন্তি পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীদাম মণ্ডল এ দিন জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে অনেকেই বিভিন্ন রাজ্যে যান। কিন্তু এই ধরনের ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত ও মর্মাহত। বিষয়টি তিনি স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলকে জানিয়েছেন যাতে এই ঘটনা সংসদে তুলতে পারেন জয়নগরের সাংসদ। আর এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সারা রাজ্যে।

পড়ুয়া চিকিৎসকের হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে বৈদ্যবাটিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

প্রীতম সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটি, ৩১ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডে চিকিৎসকের হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে বৈদ্যবাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শেওরাফুলি ফাঁড়ির মোর থেকে বৈদ্যবাটি জোড়াশ্বত্থ তলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল। এদিন প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন বৈদ্যবাটি পুরসভার সিআইসি সুবির ঘোষ ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিন মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সিবিআই

তদন্ত এবং দোষীর ফাঁসির দাবিতে স্লোগান তোলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। তিনি বলেন বারো ঘন্টার মধ্যে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছিল,সেখানে ১৮ দিন পেরিয়ে গেলো সিবিআই কি করছে। সেটার জন্য ধর্না বিক্ষোভ করছি।
সিবিআই তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই। কোনো কিছু বলছে না আর কেউ যুক্ত আছে কিনা।এদিক ওদিক করে নিউজ ফ্লাশ করছে।আসল কথা কি। সিবিআই অন্যান্য জায়গায় যখন কেস করে তখন অফিসিয়ালি প্রেস করে। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে। এ ক্ষেত্রে কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সিবিআই তাহলে কি করছে। তার মানে কোনো কাজ করছে না। আমরা এর বিচার চাই। আমরা দ্রুততার সঙ্গে বিচার চাই। সিবিআই যে ভাবে চলছে তাতে দু আড়াই বছর চলবে। তা বললে তো হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ ছ দিন সময় চেয়েছিলেন।সি বি আই এর তো অপদার্থ তা হয়ে যাচ্ছে।
যে আন্দোলন ১৪ তারিখে মহিলারা করেছিলেন তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সেই আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে নিতে চাইছে সিপিএম এবং বিজেপি। গণ আন্দোলন মানে সাধারণ মানুষের আন্দোলন সাধারণ মানুষের আন্দোলন তো রাজনৈতিক হতে পারে না।
শুধু তাই নয় যখন আওয়াজ উঠেছে তখন ভালো করে আওয়াজ উঠুক এই সমাজকে পাল্টাতে হবে। প্রতিটি যৌন নিগ্রহ এবং ধর্ষণের পিছনে একটি বিকৃত মনস্ক পুরুষ থাকে। যারা অত্যাচারিত তারা এগিয়ে এসে এই বিকৃত মানুষদের চিহ্নিত করুক। সমাজ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর ক্ষেত্রে শুধু পুরুষ নয় মহিলারাও যুক্ত থাকে। নারী পাচারের কেসে মহিলারা যুক্ত থাকে সেটাও দেখেছি। সুস্থ থাকবেই তার সঙ্গে মহিলা থাকলে তাদেরকেও আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেই আন্দোলন হোক ভারতবর্ষে জনজাগরণ হোক।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে হাওড়ার সাংবাদিকদের মৌন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে এক মৌন মিছিল করেন হাওড়ায় কর্মরত সাংবাদিকেরা। এদিন হাওড়া পুরসভার সামনে থেকে ওই মৌন মিছিল শুরু হয়, তা জেলাশাসকের বাংলো, হাওড়া থানা, হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন চত্বর ঘুরে শেষ হয় হাওড়া পুরসভার গেটের সামনেই। এদিন সাংবাদিকেরা কালো ব্যাচ পরে মিছিলে অংশ নেন। হাওড়া জেলার সাংবাদিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে এদিন এই মৌন প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

নব বারাকপুর লেনিনগড় থেকে ৫৪ কেজি ৫৫০ গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ১ যুবক

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩১ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে নববারাকপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের চাদঁপুর লেনিনগড় এফ ব্লকের এক বাড়ি থেকে ৫৪ কেজি ৫৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। অবৈধ গাঁজা মজুদ কারী এক যুবক কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভারতীয় দন্ডবিধি এনডিপিএস আইনের ২০(বি) এবং ২৯ ধারারায় মামলা রুজু করা হয় আসামীর বিরুদ্ধে। শনিবার উদ্ধার অবৈধ মজুদ গাঁজা সহ ধৃত যুবককে ব্যারাকপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার দুপুরে নববারাকপুর থানায় সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে জানান ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি। ছিলেন থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ আধিকারিকরা। পুলিশ জানিয়েছে নববারাকপুর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে লেনিনগড় এফ ব্লকে এক বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুদ করে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। শুক্রবার গভীর রাতে থানার বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তৎপরতার সাথে বাড়ির চারিদিকে ঘিরে আইননানুগ ভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে। গাঁজা মজুদকারী এক যুবক কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শান্তিরাম রায় (২৮)। বাবা প্রয়াত রবিন রায়। পেশায় রিক্সা চালক। মূলত বিক্রির জন্য গাঁজা মজুদ করে রাখা হয়েছিল বলে জানান পুলিশ। উদ্ধার ৫৪ কেজি ৫৫০ গ্রাম গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পুলিশ তদন্তে নেমেছে এই র‍্যাকেটের আসল পান্ডা কারা রয়েছে। কোথা থেকে কি ভাবে এত পরিমাণ গাঁজা আসল।এই কারবারীর সাথে অন্য কোন মাদক ব্যবসায়ী জড়িত আছে কিনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অ্যামাজন ইন্ডিয়া, ভারতীয় রেলওয়ে দফতরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেলওয়ের শক্তিশালী আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অ্যামাজন ইন্ডিয়া প্যাকেজগুলির নির্ভরযোগ্য এবং দ্রুত পরিবহনের জন্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার জন্য অ্যামাজন ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (অ্যামাজন ইন্ডিয়া) এবং ভারতীয় রেলপথ মন্ত্রক আজ একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। এই সমঝোতা স্মারকের অংশ হিসাবে, অ্যামাজন ইন্ডিয়া এবং ভারতীয় রেল যৌথভাবে একটি অরিজিন-ডেস্টিনেশন পেয়ারের জন্য হাব এবং স্পোক মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং নেটওয়ার্ক জুড়ে একে বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি সংজ্ঞায়িত করতে সেখান থেকে শেখার সুবিধা নেবে। এই পরিকল্পনায় ফার্স্ট এবং লাস্ট মাইল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা, ট্রানজিট বা পণ্য পরিবহণের সময়, ব্যয়ের বিকল্প এবং রেলওয়েতে পার্সেল পরিবহণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নীতি গ্রহনকারীদেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেলওয়ের মাধ্যমে পার্সেল সরবরাহের জন্য অ্যামাজন ইন্ডিয়া দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করার জন্য সংস্থাটি ডিজাইন এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সুপারিশ দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ আয়োজিত সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও মাননীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগন ভাষা ভবন, জাতীয় গ্রন্থাগার ও কলকাতা। ছবি সুবল সাহা

আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত হলো 'নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতা' শীর্ষক সেমিনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগষ্ট ঃ আশুতোষ কলেজের নারী ক্ষমতায়ন (জেন্ডার ইক্যুইটি) সেল, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ছাত্র ইউনিয়ন, এবং আইকিউএসি-এর সহযোগিতায়, ৩০ আগস্ট-এ নারীর বিরুদ্ধে হিংস্রতাঃ সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ শীর্ষক এক দিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। ড. ঝুমা বসাক, একজন মনোবিশ্লেষক, এবং ড. রিতু সেন চৌধুরী, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন যেখানে তারা সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় লেন্সের মাধ্যমে নারীর প্রতি হিংস্রতা মোকাবেলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। সেমিনারের লক্ষ্য ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এই সমালোচনামূলক বিষয়ে কথোপকথনে উৎসাহিত করা, ছাত্র এবং শিক্ষকদের সমানভাবে উল্লেখযোগ্য

অংশগ্রহণ। কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি বলেন, শৈশব থেকেই মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার প্রয়োজন। জ্ঞানকে শুধুমাত্র পুঁথিগত না রেখে তা ব্যবহারিক জীবনে আত্মশক্তি-আত্মানুশাসন এবং প্রত্যয়ের লক্ষ্যে সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং পরম্পরার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব জাগিয়ে রাখতে হবে ।

কৈলাসহরে ড্রাগস সেবন করার সময় পুলিশের হাতে আটক মাদ্রাসার শিক্ষক সহ পাঁচ যুবক

কৈলাসহর, ৩১ আগস্ট ঃ সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক বিজেপি দলের বিজিত প্রার্থী এবং সরকারি কর্মচারী সহ পাঁচ যুবককে ড্রাগস সেবন করার সময় পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। গ্রেফতার হওয়া পাঁচ যুবকের মধ্যে একজন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমানে ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের শ্যালকও রয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় শাসক বিজেপি দলকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থানা এলাকায়।
ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কৈলাসহর থানার পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে কৈলাসহর শহরের স্বরূপানঃদ সরনী এলাকায় এক বাড়িতে তল্লাশীতে যায়। পুলিশ তল্লাশীতে গিয়ে দেখে পাঁচ যুবক ড্রাগস সেবন করছে। পুলিশ এই দৃশ্য

দেখামাত্রই পাঁচজনকে আটক করে এবং ঘরে তল্লাশী করে বেশকিছু খালি কৌটা উদ্ধার করে পুলিশ। সেই খালি কৌটাগুলিতে ড্রাগস ছিল বলে মহকুমার পুলিশ আধিকারিক জানান। আটক হওয়া পাঁচজনকে পুলিশ কৈলাসহর থানায় নিয়ে এসে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে।
পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে পাঁচ যুবক স্বীকার করেছে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগস সেবন করছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় একটি মামলা নিয়েছে এবং ধৃতদের শনিবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করেছে। ধৃত পাঁচ যুবকের মধ্যে জাহির আব্বাছ অপু সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি দলের প্রার্থী ছিলেন। যদিও বিজেপি দলের প্রার্থী জাহির আব্বাছ অপু কংগ্রেস দলের প্রার্থীর সাথে ভোটে হেরে যান।
অন্যদিকে রাজীব মালাকার বিদ্যু দপ্তরের সরকারি কর্মচারী এবং হোসেন আলী মাদ্রাসার সরকারি শিক্ষক। এছাড়াও ধৃত জাহির আব্বাছ অপু কৈলাসহরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলীর শ্যালক। খোদ শহর এলাকায় এভাবে প্রকাশ্যে ড্রাগস সেবন করতে গিয়ে শাসক দলের ঘনিষ্ঠদের পুলিশ গ্রেফতার করায় শহর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কৈলাসহরে কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

পরিযায়ী পাখি,ডিমা হাসাওয়ের জাটিঙ্গা ও দহিং গ্রামে জারি ১২৩ ধারা

হাফলং, ৩১ আগস্ট ঃ দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের জাটিঙ্গা এক পরিচিত নাম। জাটিঙ্গায় দেশ-বিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখি এসে আত্মহত্যা করে, এমনটাই জানেন সকলে। তবে কি সত্যি জাটিঙ্গায় এসে পাখিরা আত্মহত্যা করে, আজ পর্যন্ত কোনও বিশেষজ্ঞ এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি। প্রতি বছর আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জাটিঙ্গায় দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখি আসতে থাকে। এবারও আগস্ট মাস থেকেই পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করেছে জাটিঙ্গায়। বিশেষ করে জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রাম এখন দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির আস্তানা। তাই এখন এ সব পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বা কেউ যাতে তাদের শিকার করতে না পারে, তার জন্য বনরক্ষী বাহিনী দিনরাত টহলদারী করছে। ইতোমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার বন বিভাগের পশ্চিম সংমণ্ডলের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবগত করা হয়েছে। তার পরই ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষার বিষয় সুনিশ্চিত করতে জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে ১২৩ বিএনএস অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এ বছরও জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়ে গেছে। আগামী নভেম্বর পর্যন্ত পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসবে। তাই জাটিঙ্গা এবং দহিং গ্রামে পাখি ধরা বা শিকার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্তকুমার দাস তাঁর নির্দেশিকায় লিখেছেন, কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে, তা-হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭২ সংখ্যা, রবিবার ১৫ ভাদ্র, ১৪৩১

‘পথের পাঁচালী’

১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের শুভ মুক্তি ঘটে। এটি ছিল এমনই একটি চলচ্চিত্র যা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে নতুন আসনে অধিষ্ঠিত করে। এই চলচ্চিত্রটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতার স্বার্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘পথের পাঁচালী’ বইতে বর্ণিত ঘটনার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী চলচিত্র দেখেনি এমন শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা খুব কম হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী বইটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। পথের পাঁচালী বই এবং সিনেমার ভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রেলগাড়ি প্রসঙ্গ। অচেনাকে জানার, অদেখাকে দেখার বাসনা এবং আনন্দ মানুষের চিরন্তন। পথের পাঁচালীর দুর্গা রেলগাড়ি ও রেললাইনের কথা শুনে ছিল কিন্তু কখনও তা চাক্ষুষ করেনি। তার মধ্যে রেলগাড়ি দেখার তীব্র বাসনা ছিল। কিন্তু সব কামনা বাসনা ও ইচ্ছা আমাদের জীবনে সবসময় পরিপূর্ণ হয় না। তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর দুর্গাকে রেলগাড়ি দেখার অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই মৃত্যুর কড়াল গ্রাসে চলে যেতে হয়। একবার দুর্গা ভাই অপুকে নিয়ে রাঙী গাইয়ের হারিয়ে যাওয়া বাছুর খুঁজতে খুঁজতে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছিল। তখন ছিল শীতকাল। উঁচু সড়ক থেকে অনেক দূরে ঝাপসা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রেলগাড়ি দেখার ইচ্ছা জেগে উঠলো। তার মনে হলো সুদূর মাঠের পেছনেই আছে রেললাইন আর সেখানে গেলে হয়তো রেলগাড়িও দেখা যাবে। অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা, পথ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্গা আর অপু পাকা সড়ক পেছনে ফেলে দক্ষিণ মুখে মাঠ, জলা, বিল ভেঙে দৌড়তে শুরু করলো। হোগলা আর শোলা গাছে ভরা জলা, বেত ঝোপ পার হতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল তবু তারা দমেনি, চেষ্টার খামতিও ছিল না। তথাপি পথ হারিয়ে ফেলায় তারা অভিষ্ট পূরণে বিফল হয়। রেলগাড়ি তো দূরের কথা, রেললাইনের কাছে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। যদিও বেশ কিছুদিন পরে অপুর ভাগ্যে রেললাইন দেখার সুযোগ হয়েছিল। অপুর পিতা হরিহর শিষ্য লক্ষণ মহাজনের বাড়ি যাওয়ার সময় অপুকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন। যাওয়ার পথে রেললাইন পার হওয়ার সময় অপু প্রথম রেললাইন দেখতে পেল। তবে সেসময় রেলগাড়ি দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। কারণ রেলগাড়ি আসার সময় ছিল কয়েক ঘণ্টা পরে। অপু রেলগাড়ি দেখার জন্য অপেক্ষা করার বায়না করলেও হরিহর রেলগাড়ি দেখার জন্য রেললাইনের ধারে দুপুর পর্যন্ত রৌদ্রে বসে থাকার যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। অপুর কাছে রেলরাস্তার গল্প শুনে দুর্গা মুগ্ধ।

টাক মাথায় গানে আপত্তি

টাক মাথায় আপত্তি, পরচুলা পরে গান রেকর্ড তরুণের। উত্তমকুমারের লিপে ‘মর্যাদা’ ছবিতে তাঁর প্লেব্যাক কার্যত ইতিহাস। কারণ, সিনেমাতে উত্তমকুমারের লিপে সেটাই প্রথম প্লেব্যাক গান। সে দিক থেকে উত্তমকুমারের প্রথম প্লেব্যাক সিঙ্গার তিনিই। সেই সঙ্গে তখনকার দিনের মিউজিক কোম্পানির বেস্টসেলার শিল্পী। আর তাঁকেই কিনা রোম্যান্টিক গান গাইতে দেবেন না সুরকার নচিকেতা ঘোষ! সুরকার গোঁ ধরেছেন, আর শিল্পী পড়েছেন ফাঁপরে। একে তো গৌরীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন দু’টো গান, পুজোতে গানের রেকর্ডের রিলিজ, এ দিকে দোর্দণ্ড প্রতাপ নচিকেতা ঘোষকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছেন না। ভদ্রলোক বন্ধুমহলে বেশ জনপ্রিয়। স্ত্রীকে যেমন ভালবাসেন, তেমনই সমঝেও চলেন। এক বার তাঁর স্ত্রী তো পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রীতিমত অভিযোগ করে বসলেন, গীতিকাররা ভাল ভাল গান অন্য শিল্পীকে দিয়ে দেন আর তাঁর স্বামী গীতিকারদের ভাল বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ভাল গান পান না। পুলকবাবু বন্ধুপত্নীকে আর বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে, সব গান সবার গলায় মানায় না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ১৯৬৯ সালে একটি গান পুজোয় সুপারহিট হওয়ার পর গায়ক স্থির করলেন, তিনি পরের বার পুজোতেও রোম্যান্টিক গান গাইবেন। তখনকার দিনে গান নির্বাচনের বিষয়টা কিছু ক্ষেত্রে শিল্পীদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তাঁরা ইচ্ছে মত গান নির্বাচন করতে পারতেন। যদিও সুরকারদের কথাই ছিল দিনের শেষে চূড়ান্ত। তা গায়ক যেমন ভেবেছিলেন, তেমনই গৌরীপ্রসন্নবাবুর লেখা দুটো রোম্যান্টিক গান লিখে পৌঁছলেন নচিকেতা ঘোষের বাড়ি। বললেন, এই গানে সুর করে দিতে হবে। গানের কথা শুনে নচিকেতা ঘোষ বলে উঠলেন, ‘‘অসম্ভব! এই গান তোমাকে দিয়ে হবেই না।’’ শুনে শিল্পী আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, ‘‘এগুলোই পুজোয় গাইব ভাবলাম... গত বার এ রকম গানটাই তো হিট করল, তাই ভাবলাম...’’ নচিবাবু বললেন, ‘‘সে হতে পারে, কিন্তু এ গান এ বছর আর তোমাকে দিয়ে হবে না।’’ সুরকারকে যতই কারণ জানতে চাওয়া হয়, নচিবাবু বলেন না। শেষে পীড়াপীড়ি করতে যা বললেন, শুনে শিল্পী থ! নচিবাবু বললেন, ‘‘এ তো রোম্যান্টিক গান। তোমার মাথাজোড়া টাক, এই টাকে ওই প্রেমের গান হবে না। টাক না থাকলে এই গান গাওয়াতাম।’’ নচিবাবু সুর করছেন, হঠাৎ জানলায় এক অচেনা মুখ বলল, ‘‘এই দেখ, এতে চলবে?’’ জানলার কাছে গিয়ে নচিবাবু দেখলেন, সেই শিল্পী দাঁড়িয়ে, পরচুলা পরে। টাক উধাও!

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

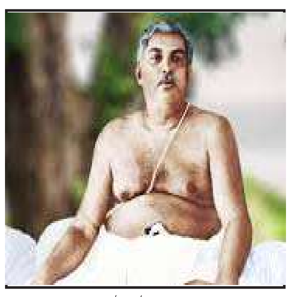

দানের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি ত্যাগের মধ্যে অবস্থানও করেন। দেসের জন্য যিনি জীবন দিয়েছেন তাদেরকে আমরা শহিদ বলে সম্মান দান করে থাকি। আর দেশের সেবা যিনি করেন তাকে আমরা দেশ সেবক বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। মানুষের অসহায় কালে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের সেবা করে শক্তি দিতে হবে। যিনি দেশ সেবা করেন তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আর যিনি মানব সেবা করেন তিনি মানব প্রেমিক। দেশ প্রেমিক এবং মানব প্রেমিকের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। সেবা করতে হবে। সেবা করার মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন ভারতে নারী জাগরণ ঘটাতে। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে। বরোদার রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান। সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বাংলায় এসে অরবিন্দ আশ্রয় লাভ করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। ‘বন্দেমাতরম’ এবং ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার কথায় অরবিন্দকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা হলে দেশবন্ধু অরবিন্দের হয়ে আইনী লড়াই করেছিলেন।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দেশভক্তি এবং আত্মত্যাগের কথা ভুলে গেলে চলবে না

বিশেষ প্রতিবেদক

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। নজরুলের ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যু হলে নজরুল পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য হাজী পালোয়ানের মাযারের সেবক এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করেন। তিনি গ্রামের মকতব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। শৈশবের এ শিক্ষা ও শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে নজরুল অল্পবয়সেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠান, যেমন পবিত্র কুরআন পাঠ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণে ওই অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল।

কাজী ইসলাম নজরুল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে ‘বুলবুল’ নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই ‘ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতা’র সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা নিষিদ্ধ করে এবং তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। নজরুলও আদালতে লিখিত রাজবন্দীর জবানবন্দী দিয়ে এবং প্রায় চল্লিশ দিন একটানা অনশন করে ইংরেজ সরকারের জেল-জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং এর সমর্থনে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা জানান।

নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কবিতায় তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণাকে ধারণ করায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে মানবসভ্যতার কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্যচেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের

ইতিহাস, সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব।

বাংলা সঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারার পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি, বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং লোক সঙ্গীতাশ্রয়ী বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর মার্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নজরুলের মৌলিক সঙ্গীত প্রতিভার পরিচায়ক। নজরুল সঙ্গীত বাংলা সঙ্গীতের অণুবিশ্ব, তদুপরি উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল বাংলা গানকে যথার্থ আধুনিক সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন।

মকতব, মাযার ও মসজিদ -জীবনের পর নজরুল রাঢ় বাংলার (পশ্চিম বাংলার বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল) কবিতা, গান আর নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক লোকনাট্য লেটোদলে যোগদান করেন। ঐসব লোকনাট্যের দলে বালক নজরুল ছিলেন একাধারে পালাগান রচয়িতা ও অভিনেতা। নজরুলের কবি ও শিল্পী জীবনের শুরু এ লেটো দল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও লেটো দল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা ও গান রচনার কৌশল নজরুল লেটো বা কবিগানের দলেই রপ্ত করেন। এ সময় লেটো দলের জন্য কিশোর কবি নজরুলের সৃষ্টি চাষার সঙ, শকুনিবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের সঙ, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি।

১৯১০ সালে নজরুল পুনরায় ছাত্রজীবনে ফিরে যান। প্রথমে তিনি রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুল এবং পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে (পরে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন) ভর্তি হন। শেষোক্ত স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। নজরুল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আর্থিক অনটনের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পর নজরুলের ছাত্রজীবনে আবার বিঘ্ন ঘটে। মাথরুন স্কুল ছেড়ে তিনি প্রথমে বাসুদেবের কবি দলে, পরে এক খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা পদে এবং শেষে আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কাজ নেন। এভাবে কিশোর শ্রমিক নজরুল তাঁর বাল্যজীবনেই রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন।

চা-রুটির দোকানে চাকরি করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয় এবং তাঁর সুবাদেই নজরুল ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এক বছর পর তিনি পুনরায় নিজের গ্রামে ফিরে যান এবং ১৯১৫ সালে আবার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ স্কুলে নজরুল ১৯১৫-১৭ সালে একটানা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষার সময় ১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ছাত্রজীবনের শেষ বছরগুলিতে নজরুল সিয়ারসোল স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা হলেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী ভাবধারায় নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফারসি সাহিত্যে হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্যচর্চায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর নজরুলের সামরিক জীবনের পরিধি। এ সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্টের একজন সাধারণ সৈনিক থেকে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়ে ছিলেন। রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মৌলবির নিকট তিনি ফারসি ভাষা শেখেন, সঙ্গীতানুরাগী সহ সৈনিকদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং একই সঙ্গে সমভাবে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যচর্চা করেন। করাচি সেনা নিবাসে বসে রচিত এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে ‘বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী’ (সওগাত, মে ১৯১৯) নামক প্রথম গদ্য রচনা, প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘মুক্তি’ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই ১৯১৯) এবং অন্যান্য রচনা গল্প ‘হেনা’, ‘ব্যথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’; কবিতা ‘আশায়’, ‘কবিতা সমাধি’ প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, করাচি সেনা নিবাসে থেকেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা, যেমন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্ম্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমনকি ফারসি কবি হাফিজেরও কিছু গ্রন্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আনুষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার শুরু করাচির সেনানিবাসে থাকাবস্থায়ই।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল দেশে ফিরে কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম আশ্রয় ছিল ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি-র অফিসে সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। শুরুতেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সদ্যোরচিত বাঁধন-হারা উপন্যাস এবং ‘বোধন’, ‘শাত-ইল-আরব’, ‘বাদল প্রাতের শরাব’, ‘আগমনী’, ‘খেয়া-পারের তরণী’, ‘কোরবানী’, ‘মোহরর্ম’, ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দহম্‌’ প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের এ নবীন প্রতিভার প্রতি সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি পড়ে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে নজরুলের ‘খেয়া-পারের তরণী’ এবং ‘বাদল প্রাতের শরাব’ কবিতাদুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বাংলার সারস্বত সমাজে তাঁকে স্বাগত জানান। নজরুল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আফজালুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। অপরদিকে কলকাতার তৎকালীন জমজমাট দুটি সাহিত্যিক আসর ‘গজেনদার আড্ডা’ ও ‘ভারতীয় আড্ডা’য় অতুলপ্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যজগতের দিক পালদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দু দশক বাংলার দু প্রধান কবির মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন ছিল।

এ.কে ফজলুল হকের (শেরে-বাংলা) সম্পাদনায় অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমেই নজরুলের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। নজরুলের লেখা ‘মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ প্রবন্ধের জন্য ওই বছরেরই আগস্ট -সেপ্টেম্বরের দিকে পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। নবযুগ পত্রিকার সাংবাদিক রূপে নজরুল যেমন একদিকে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক জগতের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লিখছিলেন, তেমনি মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হচ্ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘরোয়া আসর ও অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তরুণ কবির সংস্কৃতি চর্চাও অগ্রসর হচ্ছিল। নজরুল তখনও নিজে গান লিখে সুর করতে শুরু করেন নি, তবে তাঁর কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপিসহ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনী সেনগুপ্তা, যেমন ‘হয়ত তোমার পাব দেখা’, ‘ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী’। নজরুলের গান ‘বাজাও প্রভু বাজাও ঘন’ প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকার ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায়।

১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাস নজরুলের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এ সময় তিনি মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে পরিচিত হন পুস্তকপ্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গেই নজরুল প্রথম কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। এখানে তিনি প্রমীলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং এ পরিচয়ের সূত্র ধরেই পরে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

কুমিল্লা থেকে নজরুল দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের বাড়িতে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে ১৯ জুন পুনরায় কুমিল্লায় ফিরে তিনি ১৭ দিন অবস্থান করেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনে কুমিল্লা উদ্বেলিত। নজরুল বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও সভায় যোগ দিয়ে গাইলেন সদ্যোরচিত ও সুরারোপিত স্বদেশী গান ‘এ কোনো পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়’, ‘আজি রক্ত-নিশি ভোরে/ একি এ শুনি ওরে/ (ক্রমশ)

স্মরণীয় স্বর্ণযুগের শিল্পী চন্দ্রাবতী দেবী

রবি বসু

স্বর্ণযুগের শিল্পী চন্দ্রাবতী দেবী। সালটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৪১ সাল। পুজোর দিন পনেরো আগে কলকাতায় দর্জি পাড়ায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছি। প্রতি বছর বার দুয়েক করে আসি। সামারে আর পুজো ভেকেশানে। মামাবাড়ির আবদার খাওয়া ছাড়াও কলকাতায় তখন আমার প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ সিনেমা দেখা। জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া তার অনেক আগেই পুরনো হয়ে গেছে। একমাত্র সিনেমার আকর্ষণটাই প্রবল।

তমলুকে দেশের বাড়িতে অবস্থানকালে সিনেমা যে দেখি না তা নয়। প্রতি বছর শীতকাল তিন মাস চুটিয়ে সিনেমা দেখি। ট্যুরিং সিনেমায়। তবে সে সবই সেকেন্ড হ্যান্ড কি থার্ড হ্যান্ড ছবি। কলকাতায় এলে টাটকা নতুন নতুন ছবি দেখা যায়। ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করলে ইজ্জত বাড়ে। তাছাড়া ট্যুরিং সিনেমায় ইংরিজি ছবি দেখা যায় না। কলকাতায় এলে টার্জানের ছবি দেখা যায়। সেটাও একটা বড় আকর্ষণ।

১৯৪১ সালের এক বিকেলে চোখের সামনে জলজ্যান্ত চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখতে পেলাম। সেই আমার প্রথম অভিনেত্রী দর্শন। মাত্র কয়েকদিন আগে অভিনেতা জহর গাঙ্গুলিকে দেখেছি রঙমহল থিয়েটারের সামনে। পরপর দুটো বিস্ময়ের ধাক্কায় আমার কিশোর মনে তখন দারুণ উত্তেজনা। চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখেছিলাম টকি শো হাউসের চার আনার লাইনে দাঁড়িয়ে। টকি শো হাউসে তখন নিয়মিত ইংরিজি ছবি দেখানো হত। হাউসের বাইরের লবিতে উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোধহয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তখনকার দিনে রাস্তায় ঘাটে ফিল্মস্টারদের দেখলে মানুষজন তাদের শরীরের ওপর হামলে পড়ত না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে মনের কৌতূহল এবং চোখের তৃষ্ণা মেটাত।

অতএব দণ্ডায়মান চন্দ্রাবতী দেবীকে ঘিরে কোন মনুষ্যবলয় তৈরি হযনি। আমি অপলক চোখে সেই ছায়াসুন্দরীকে দেখছিলাম। ঝলমলে শাড়ি, উজ্জ্বল অলঙ্কার আর উজ্জ্বলতর রূপের ছটায় সেই পড়ন্ত বিকেলটি আলোকিত হয়ে উঠেছিল আমার চোখের সামনে।

মানুষের এত রূপ হয়? আমার সেই অভিভূতির আরও একটা বড়

কারণ মাত্র দুদিন আগে চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখেছি চিত্রা (বর্তমানে মিত্রা) সিনেমার পর্দায়। ‘প্রতিশ্রতি’ ছবিতে এক বারাঙ্গনার ভূমিকায়। ছবির পর্দার থেকে সশরীরে আরও অনেক বেশি উজ্জ্বল তিনি। একটু পরেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি গাড়িতে চলে গেলেন চন্দ্রাবতী দেবী। সঙ্গে সঙ্গে আমার দু চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল। একটা ঘোরের মধ্যে চলন্ত লাইনে পায়ে পা মিলিয়ে সিনেমা হলে ঢুকেছিলাম। পুরো আড়াইঘণ্টা সেই ঘোরের মধ্যেই কাটিয়েছিলাম। এরল ফ্লিনের বিখ্যাত সোর্ড ফাইটও আমার সে ঘোর কাটাতে পারেনি। বছর কুড়ি বাইশ বাদে আর এক বিকেলে আমার সেদিনের সেই অভিভূতির বর্ণনা চন্দ্রাবতী দেবীর সামনে করেছিলাম।

আমার তখন সাংবাদিক জীবনের এক যুগ পেরিয়ে গেছে। চন্দ্রাবতী দেবীর মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ির বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমার মুখে সেই বালখিল্য ব্যাপারটির বর্ণনা শুনে চন্দ্রাবতী দেবী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন আপনার বয়স কত? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, কত আর হবে। চোদ্দো পনেরো বোধহয়। চন্দ্রাবতী দেবী হাসিটা আরও বিস্তৃত করে বলেছিলেন, তাই। আজকের চন্দ্রাবততীকে দেখলে নিশ্চয় সে ফিলিংটা আর হত না। বরং উল্টোটাই হত। আমি চন্দ্রাবতীর দেবীর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিলাম। খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম বয়স সে মুখে কোনও আঁচড় ফেলতে পেরেছে কি না। মাথার ঘন চুলে কোন রূপোলি ঝিলিক দেখা যায় কিনা? অনেক খুঁটিয়ে দেখেও তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি। অঙ্কের হিসেবে তার বয়েস তখন পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন। কিন্ত আজও তিনি সেই প্রথম দেখার মতোই সুন্দর। বরং এই ঢলে পড়া যৌবনে তাঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা মাতৃত্বময়ী সৌন্দর্যের মাধুর্যে তাঁর মুখ ঝলমল করছে। তবে সেদিন যেটা শুনতে পাইনি আজ সেটা পেলাম। তার কণ্ঠস্বরে জলতরঙ্গের ব্যঞ্জনা। চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পত্র মারফত। না, আমি তাঁকে কোন ফ্যান-লেটার লিখিনি। পক্ষান্তরে তিনিই আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। একজন সম্পাদকের কাছে একজন লেখিকার পত্র। সে পত্রের ভাব ছিল যেমন পরিশীলিত তেমনি বিনয়াবনত। একটি মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আমার বন্ধু ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের সহায়তায় সাতরঙ নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা এবং সম্পাদনা করেছিলাম ষাটের দশকের প্রথম পর্বে। সেই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চন্দ্রাবতী দেবী একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন আমাদের পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা শ্রীমতী সন্ধ্যা সেনের মারফত। সঙ্গে একটি চিঠি। তার মর্মার্থ ঃ যদি কোনও কারণে লেখাটি প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে অনুগ্রহ করে ফেরত পাঠাবেন। লেখাটি পরবর্তী সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। না, চন্দ্রাবতী দেবীর নাম ব্যবহার করার মোহে নয়, লেখাটির মধ্যে অসাধারণত্ব ছিল বলে। কৈশোর এবং যৌবনেব সন্ধিক্ষণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়, তারই অনুরোধে তাঁর পায়ের কাছে বসে রবীন্দ্রসংগীত শেখা, কবিগুরুর অনাবিল স্নেহের স্পর্শে ভেসে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে, এমন আবেগ মিশিয়ে চন্দ্রাদি প্রকাশ করেছিলেন যা পড়ার পরমুহূর্তে একজন সম্পাদকের পক্ষে পত্রস্থ না করে আর কোন উপায় থাকে না।

পত্রিকা প্রকাশ পাবার পর শ্রীমতী সন্ধ্যার হাত দিয়ে একটি কপি চন্দ্রাদির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলাম। সঙ্গে একটি ছোট চিঠিতে কিছু স্তুতি সহকার ধন্যবাদ জানিয়ে ছিলাম চন্দ্রাবতী দেবীকে। এর তিন-চার দিন পরে তারাশঙ্করবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন তার টালার বাড়িতে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আমাদের ওই সাতরঙ পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা। ওঁর সামনাসামনি হতে চন্দ্রাদির লেখাটা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ এই মহিলাটি কে হে? ইনিই কি আমাদের সেই অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী? আমি বললাম আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই।

সম্পাদক সমীপেষু
সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ

বাংলা সাহিত্যের কিং লোক বলতে যা বোঝায়, বুদ্ধদেব গুহ ছিলেন তাই। ঋজুদা ছাড়া কিছু পড়িনি আগে, আজকালে হঠাৎ করে সারস্বত পড়া শুরু করেছিলাম। কত রেফারেন্স, আর কত রাগ ছিল বাংলা বাজারের উপর। দেখা হল বইমেলায়। তখন সবে লেখা শুরু করেছি। লিখতে হলে কী করতে হবে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, তেল মেরো না। নিজের লেখা নিজে লেখো। ভাল লিখলে ঠিক সবাই পড়বে। অত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করে মাথা খারাপ করার কিছু নেই।

স্পষ্ট বক্তা মারাত্মক রকমের। গান শুনতে গেলাম ওঁর মিউজিক এলবাম উদ্বোধনের সময়। বৈঠকী

মেজাজের মানুষ। স্টেজ থেকেই কাকে নাম ধরে ডেকে বলছেন ভাল সিঙ্গল মল্ট দিয়ে যেও তো। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বন্ধু। দুজনই পরস্পরকে ভীষণ পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ অপছন্দে কোন আড়াল ছিল না। তেল ফেল তো ছেড়েই দিলাম, ওসবের লোক উনি ছিলেন না।

সে লোককেই আবার আবিস্কার করছি আমি চাপরাশ পড়ে যেখান স্পষ্ট বলছেন, বাঙালি হিন্দুদের প্রবলেম কী? প্রকাশ্যে ধর্ম পালন করে বললে ছোট হয়ে যাবার ভয় আছে? কীসের ভয়? আর কোন ধর্মের লোক প্রকাশ্যে নিজের ধর্ম পালনে ভয় পায়?

স্পষ্ট বক্তা মানুষের শত্রু হয়। বুদ্ধদেব বাবুকে যারা সামনে থেকে দেখেছে, তাকে কেউ অপছন্দ করতে পারেনি হাজার মতের অমিল সত্ত্বেও।

আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলাম নহবত পত্রিকার সুবোধ বাবুর মাধ্যমে। বুদ্ধদেব গুহ আমাকে তার বিখ্যাত লেটার হেডে একটা চিঠি লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন আমার কম কথায় গল্প বলার পদ্ধতি তার ভারি পছন্দ হয়েছে। অর্কুটে সে ছবি দিয়েছিলাম, এখন কিছুতেই সে চিঠি আমি আর খুঁজে পেলাম না।

বৈপরীত্যে ভরা,রোম্যান্টিক এবং অসম্ভব প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। কেউ জানতো না কত ম্যাগাজিন চালাতে যে টাকা দিয়েছেন। কত মানুষের যে উপকার করেছেন। হিমালয়ের মত একজন লোক ছিলেন বাংলা সাহিত্যে যিনি প্রতিষ্ঠানকে পাত্তাই দেননি কোনদিন। উন্নত মানের সাহিত্যিক হতে গেলে উন্নত মনের অধিকারী হতে হবে। তবেই উন্নতমানের সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব। মনের ভিতরে উদারতাকে আশ্রয় করে নিয়ে জীবনের রাস্তা ধরে চলতে হবে। তবে সঙ্গী পাবে পথ চলার।

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বাঁকুড়ার মুটিয়া শ্রমিকেরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ আগস্ট ঃ ৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরনে শনিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্যের দাবীতে কলকাতায় মিছিল করতে গিয়ে চরম নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ - পুলিশের লাঠি চালনা ও গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ৮০ জন মানুষ। সেই সব শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানে ও আর জি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের বিচার চেয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হন উপস্থিত শ্রমিকরা। কেরাণীবাঁধ এলাকার নন্দী মিলে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও নীরবতা পালনের পরেই মুটিয়া শ্রমিকেরা খুনী ও ধর্ষকদের চরমতম শাস্তির দাবী করে, মুখ্যমন্ত্রী আরজিকর কান্ডের দুস্কৃতিদের আড়াল করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, সিবিআই'কে দ্রুততার সাথে তদন্তের কাজ শেষ করে অপরাধীদের চিহ্নিত করার এবং আর জি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ সন্দীপ ঘোষ ও কামদুনি কান্ডে দুস্কৃতিদের আড়াল করার নায়ক কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের দাবীতে মিছিল করেন শ্রমিকরা। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী। বাঁকুড়া রেল গুডস্ সেড চত্বরে অনুরূপ একটি কর্মসূচীতে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, নীরবতা পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গ্রেফতার দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, রানীগঞ্জ, ৩১ আগস্ট ঃ ৬-৭ দফায় চুরির ঘটনা ঘটানোর পর এবার এক বড়োষড় চুরির ঘটনায় হাত পাকিয়েও রক্ষা পেল না কুখ্যাত ডেটারেন্ট ক্রিমিনাল রকি ডোম ও তার ভাই বিক্রম ডোম। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিত সুযোগ নিয়ে বেশিরভাগ বাড়িতেই তারা নজরদারি চালিয়ে বারংবার ঘটিয়েছে নানান এলাকায় চুরি। আর তারপর ৬-৭ দফায় তারা ধরাও পড়ে পূর্বে এই রকি ডোমকেই চুরির ঘটনা সংঘটিত করতে দেখা গেলেও গত কয়েক বছর ধরে তার ভাই বিক্রম ডোম কে সঙ্গে নিয়ে লাগাতার চুরি করার পরিকল্পনা করেছিল এই দুই ভাইয়ের জুটি। খনি অঞ্চল রানীগঞ্জে তাদের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় কয়েক বছর তারা কাঁকসা দুর্গাপুর ও অন্য সব এলাকায় চুরির ঘটনা সংঘটিত করছিল। ইদানিং রানীগঞ্জে তারা ফিরে আবারো চুরির ঘটনা ঘটালে সিসিটিভির ফুটেজ তাদের ধরিয়ে দিল পুলিশ প্রশাসনের হাতে। রানীগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বিকাশ দত্তর নেতৃত্বে, পিসি পার্টির পুলিশ এস.আই ইমদাদুল হক, ও এ. এস.আই সুকান্ত দপ্তর সঙ্গেই রানীগঞ্জ থানায় সদ্য যোগ দেওয়া সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম পালের বিশেষ নজরদারিতে রানীগঞ্জের শিশু বাগান এলাকার জ্ঞান ভারতী স্কুল লাগোয়া এলাকায় চুরির ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত তারা সমস্ত ঘটনার তদন্তে নেমে, প্রথমে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকা বিক্রম ডোমকে চিহ্নিত করে তাকে রানীগঞ্জের কুমোরবাজার রাজোযার পাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর তার সঙ্গে তার দাদা রকি ডোম কে সঙ্গে নিয়ে সে এই চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছিল বলে স্বীকারোক্তি করলে, পরে রকি ডোমকে শিশু বাগানের পরিতক্ত হযে. পড়ে থাকা, বাণিজ্যিক ভবন থেকে গ্রেফতার করা হয। এরপরই টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রথম দফায়. কুমোর বাজারের রাজুযার পাড়া এলাকা থেকে বেশ কিছু সোনা রুপোর অলংকার উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে আবারো টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর, রকি ডোমকে সঙ্গে নিয়ে শিশু বাগানের ওই পরিতক্ত বাণিজ্যিক ভবনের মধ্যে রকি ডোমের গোপন আস্থানায় তল্লাশি চালিয়ে সেখানে থাকা তার কাপড়, বিছানার মধ্যে থেকে লুকিয়ে রাখা কয়েক লক্ষ টাকার বিভিন্ন স্বর্ণ অলংকার, রুপোর গহনা, কাঁসা-পিতলের ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার এই সমস্ত বিষযগুলি একটি সাংবাদিক বৈঠক করে সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন ডিসিপি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, সঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় ইন্সপেক্টর অজয় বাগ, ইন্সপেক্টর রবীন্দ্রনাথ দলুই, সহ এই চুরির ঘটনার উদ্ধারকারী দলের সকল সদস্যরা।

আরজিকর কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবীতে জামালপুর ব্লক তৃণমূলের মহা মিছিল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট ঃ আরজিকরে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ কান্ডে দোষীদের শাস্তি দাবীতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক মহামিছিলের আয়োজন করা হল শনিবার। ওই মহামিছিলে পা মেলান জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল (পাপ্পাব), ব্লক তৃণমূলের ছাত্র সভাপতি বিটু মল্লিক, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তাবারক আলি মন্ডল, এসটি সেলের সভাপতি তারক টুডু সহ ব্লকের ১৩ টি অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। এদিন হালারা মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় জামালপুর পুল মাথা মোড় পর্যন্ত। মিছিল শেষে সেখানে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়। ওই পথসভায় বক্তব্য রাখেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার। সাংসদ তার বক্তব্যে বলেন, তিনি নিজেও একজন চিকিৎসক, এই নক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন তিনি। দোষীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তার দাবী জানাচ্ছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া সহ বেশ কিছু মাধ্যমে নানে বিকৃত তথ্য প্রচার করা হচ্ছে তাই সেগুলি না বুঝে বিশ্বাস করা ঠিক নয় বলে জানান তিনি। বিধায়ক অলোক মাঝি তার বক্তব্যে আরজিকর কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবী জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষের জন্য প্রভূত উন্নয়ন করেছেন তাই মানুষ তাকে লোকসভা নির্বাচনে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। তাকে নির্বাচনে হারাতে না পেরে আরজিকর কান্ড নিয়ে অনেক মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। অথচ প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এর তীব্র নিন্দা করেছেন। জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান তার বক্তব্যে একযোগে বিজেপি, সিপিএম সহ রাজ্যের বিরোধীদলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, আরজিকরের মত ঘৃণ্য, নক্কারজনক কান্ডের প্রতিবাদ তারা প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে বসেছে বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস। তাদের দলনেত্রী তথা মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজিকর কান্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবী জানিয়ে এসেছেন। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু আদালত এখন সেই তদন্তের ভার সিবিআই কে দিয়েছে। কিন্তু এতদিন ধরে সিবিআই কি করছে? তারা তো ১৬ দিন সময় পেয়েও কিছুই করতে পারল না। এর দায় রাজ্য সরকারের? রাজ্য পুলিশের? নাকি কেন্দ্রীয় এজেন্সীর? অথচ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে বিরোধীরা। অথচ সিপিএম আমলের অত্যাচারের কথা মানুষ এখনও ভোলে নি। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে হাথরাস, মণিপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় যে নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটছে সেই বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব ও রাজ্যের বিরোধীরা চুপ কেন? প্রশ্ন তোলেন ব্লক সভাপতি। এদিন মেহেমুদ খান জানান, এই প্রতিবাদের মিছিলে ব্লকের ১৩ টি অঞ্চল থেকে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার তৃণমূল কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ পা মেলান। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জায়গা থেকে বিরোধীরা এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। মানুষ কিন্তু এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেহেমুদ বাবু। এদিন ব্লকের কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক তার বক্তব্যে আরজিকর কান্ডের দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবী জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই সিবিআই তদন্তের দাবী করে আসছেন অথচ কিছু স্বার্থান্বেষী, কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল কুৎসা রটিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তাল করার চেষ্টা করছে। বিজেপি ও সিপিএম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবী জানাচ্ছে কিন্তু তারা ভুলে গেছেন তৃণমূল নেত্রী লড়াই আর আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন। তাই মানুষ তাকে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন। বিজেপি সিপিএমের মদতপুষ্ট কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও টাকা খেয়ে রাজ্য সরকারের নামে মিথ্যা বদনাম দিয়ে যাচ্ছে। এটা বেশীদিন চলবে না, রাজ্যের মানুষই রাস্তায় নেমে এর প্রতিবাদ জানাবে।

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের দিনটিকে স্মরণ জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ আগস্ট ঃ ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের দিনটিকে স্মরণ করে জলপাইগুড়িতে শহীদ দিবস পালন করলেন বামপন্থী

নেতা কর্মীরা। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট সংগঠিত হয়েছিল খাদ্য আন্দোলন। কংগ্রেস আমলে রাজ্য জুড়ে তীব্র খাদ্য সঙ্কট তৈরি হয়। ওই সময় গরিব ও অসহায় মানুষদের জন্য খাদ্যের দাবিতে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বামপন্থীরা। কলকাতার ময়দানে প্রায় তিন লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জমায়েতে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে আশি জন মানুষ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। সেই দিনের ঘটনায় শহীদদের স্মরণ করে দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয় প্রতিবছর। জলপাইগুড়িতে সিপিএমের জেলা দপ্তরে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য। ছিলেন বামফ্রন্টের অন্যান্য নেতারা। জলপাইগুড়ির ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও দিনটি পালন করা হয়।

শিশুমৃত্যুর অভিযোগ, তুলকালাম কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৩১ আগস্ট ঃ চিকিৎসকের গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে। এই খবর পাওয়ার পর চিকিৎসকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে জন্ম হয় শিশুটির। জন্মের পর থেকে বিভিন্ন শারীরিক অসুখে ভুগছিল সে। তার শ্বাসের সমস্যা রয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা। সেই মতো চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় রাখা হয় তাকে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল শিশুটির। এর পরে শিশুটির সমস্যার আরও বেড়ে গেলে বাড়ির লোক চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও হাসপাতাল রেফার করতে চায়নি বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবার। এর পর যখন পরিবারের লোকজন শিশুটিকে দেখতে যান তখন চিকিসক জানান, তাদের শিশুর শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাচ্চাটির বাবা কাছে গিয়ে বুঝতে পারে সে মারা গেছে। তার পরই চিকিসকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পরিবারের লোকেরা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

১৬ লক্ষ পড়ুয়াকে স্মার্ট ফোন বা ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেবে রাজ্য

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় এবছর ১৬ লক্ষ পড়ুয়াকে স্মার্ট ফোন বা ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেবে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনেই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ওইদিন কলকাতায় শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সেখানেই তিনি প্রতীকী ভাবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এই অর্থ তুলে দেবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ওই দিন থেকেই পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে । রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা ট্যাব বা মোবাইল ফোন কেনার জন্য টাকা পাবে। এইবছর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদেরই ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া হচ্ছে। আগামী বছর থেকে শুধুমাত্র একাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদেরই এই টাকা দেওয়া হবে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Temporary IT infrastructural work in connection with Virtual Press conference with Live Feed arrangements to be held at WB Legislative Assembly on 3rd September, 2024" [Job No. KIT/RW/042 of 24-25] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-018/KIT/Q of 24-25) Bid Submission Closing : 20.09.2024 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটালেন আইসি মনোজিত সরকার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ আগস্ট ঃ পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের সঙ্গে খোশ মেজাজে আইসি।শিশুদের সঙ্গে বসে গেলেন মিড ডে মিলে।তাদের সঙ্গে গল্প করে শুনলেন তাদের ভবিষ্যত স্বপ্নের কথা। আইসিকে কাছে পেয়ে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরাও। নিজে সমস্ত স্কুল ঘুরে দেখলেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের বার্তা দিলেন। রবিবার পুলিশ দিবস। কিন্তু রবিবার বন্ধ থাকবে স্কুল। তাই পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবারই স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটালেন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার। এদিন তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের পিপলা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে যান। অনেকক্ষণ সময় তিনি কাটান ওই স্কুলের শিশুদের সঙ্গে। শিশুদের জিজ্ঞাসা করেন তারা বড় হয়ে কি হতে চায়। বেশির ভাগই উত্তর দেয় তাদের স্বপ্ন পুলিশ হওয়া। তিনি আবার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসে মিড ডে মিল পর্যন্ত খান। মিড ডে মিল খেয়ে তিনি জানান, খাদ্যের গুণগতমান যথেষ্ট ভালো। এছাড়াও স্কুলের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখেন। ওই স্কুলে রয়েছে একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও খুশি হন আইসির সঙ্গে সময় কাটিয়ে। এছাড়াও এই মুহূর্তে চলছে স্বচ্ছতা পক্ষ। স্বচ্ছতার বার্তাও দেওয়া হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে দুষ্কৃতিদের কড়া বার্তা দেন আইসি। তিনি বলেন পুলিশ অপরাধ দমন করতে তৎপর। দুস্কৃতীদের ছাড় দেওয়া হবে না। শিক্ষকরা জানান আইসিকে পেয়ে তাদের খুব ভালো লাগছে। ব্যস্ততম সময় থেকে তিনি সময় দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আইসি মনোজিত সরকার বলেন, রবিবার পুলিশ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে আজ একটি খুদেদের স্কুলে গেছিলাম। খুব ভালো লাগলো সেখানে গিয়ে। স্কুলের পরিবেশ খুব সুন্দর। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষক অভয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, আইসি সাহেব এলেন। আমাদের সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটালেন। মিড ডে মিল খেলেন। স্কুল ঘুরে দেখলেন। খুব ভালো লাগলো আমাদের। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।

শিশু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট ঃ জানা গেছে যে, দুজন অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা ভাটপুকুর বাজার হয়ে টোটোয় করে দোয়ারগ্রামে দিকে যায়। টোটো থেকে নেমে স্থানীয় এলাকার লোকজনেদের বাচ্চা হওয়ার জন্য ওষুধ দিচ্ছেন বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এরপর হঠাৎ করেই একটি বাড়ি থেকে দুটি বাচ্চাকে প্রায় তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই শিশুদের বাড়ির লোকজন এবং আশেপাশের প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে। তারা দেখতে পান টোটো থেকে নেমে দুই মহিলা বাচ্চা দুটিকে ধরে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে সকলে মিলে ছুটে এসে ওই মহিলা দুজনকে আটক করেন এবং শিশুর দুটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। মহিলা দুটিকে আটক করে রাখার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। অভিযুক্ত দুই মহিলার ব্যাগ থেকে গাছগাছরা জাতীয় কিছু ওষুধ মিলেছে। উন্মত্ত জনতা পুলিশের কাছে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এইভাবে দিনে দুপুরে বাড়ির শিশুদের এই চুরি করে নিয়ে পালানোর মতো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেই। এভাবে যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তাহলে এলাকার মানুষের এবং শিশুদের নিরাপত্তা কোথায. প্রশ্ন তোলেন সকলে।

দাম মিলছে না পাটের, পাট বিক্রি করতে হতাশ হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ আগস্ট ঃ প্রতিকুইন্ট্যালে ৮ হজার টাকা দেওয়ার আবেদন কান্দির পাট চাষীদের। কাদায় কঠোর পরিশ্রম করেও পাটের সঠিক দাম না পাওয়ায়, পাট বিক্রি করতে হতাশ হচ্ছেন চাষিরা। একদিকে চাষের খরচ অনেক বেড়ে গেছে। তার ওপর দিনের পর দিন বেড়েছে চাষের সমস্ত উপকরণের দাম। বেড়েছে শ্রমিকদের মজুরিও। অন্যদিকে পাটের বিক্রয়মূল্য দিনদিন কমতে শুরু করেছে। বছর দু'য়েক আগেও যেখানে কুইন্ট্যাল পিছু ৭ হাজার টাকা দর পাওয়া যেত তা এখন নেমে এসেছে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকায়। ওই দামে পাট বিক্রি করে লাভ তো দূরের কথা খরচটুকুও উঠছে না কৃষকদের। অনেকেই মহাজনদের থেকে ঋণ নিয়ে পাট চাষ করেছেন। এই অবস্থায় তাঁদের ভবিষ্যত কার্যত অন্ধকারে। যার ফলে বহু কৃষক আগামী বছর পাট চাষ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। পাট চাষিদের দাবি, মুর্শিদাবাদে এসে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া সরকারি দামে পাট ক্রয় করুক। নুন্যতম ৭ হাজার

থেকে ৮ হাজার টাকা প্রতিকুইন্ট্যালে দাম দেওয়ার আবেদন করেন। কান্দির জীবন্তি এলাকার পাটচাষি হাজী ইনসান সেখ জানান যে আগের তুলনায় পাট চাষে অনেক খরচ বেড়েছে সেই তুলনায় দাম পাওয়া যাচ্ছে না। বিঘা প্রতি খরচ হয়ে যাচ্ছে ১৬ হাজার টাকার বেশি। কিন্তু পাট বিক্রি করে পাওয়া যাচ্ছে ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা। কান্দির কৃষক পলাশ কোনাই বলেন আমি এ বছর ১০ বিঘা জমিতে পাট করতে গয়না বন্ধক দিয়েছি , আমার ভাই ব্যাঙ্কে লোণ নিয়ে পাট চাষ করছি। ভেবেছিলাম পাট বিক্রি করে কিছু টাকা পাবো কিন্তু আসল টাকাই উঠছে না তাহলে ঋণের টাকা শোধ করব কী করে? আর সংসার চলবে কীভবে? কান্দির লক্ষীনারায়য়ন পুরের বাসিন্দা খোদাবক্স সেখ জানান এক বিঘা পাটের জমিতে নিড়ানো থেকে শুরু করে পাট পচা, পাট ছাড়া পর্যন্ত ২০ টির বেশি শ্রমিক লাগে, ইউরিয়া সার থেকে পাটের যাবতীয় সার, জলসহ এতো খরচ এতো পরিশ্রম করে আসল দামটাই পাচ্ছি না। যদি সরকার পাট কেনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করেন তাহলে কুইন্ট্যালে চার হাজারের থেকে বেশি টাকা পাবো । কিন্তু সরকারের সেই রকম কোনো ব্যবস্থা নেই বাধ্য হয়ে অভাবের তাড়োনায় স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের দালালদের বিক্রি করে দিতে হচ্ছে।

নতুন চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন রাজ্য

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ পুরনো কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বাগিচা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি স্থির করতে রাজ্য সরকার নতুন করে চুক্তি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছে। রাজ্য সরকার ছাড়াও শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মোট দশ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ত্রিশ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। কমিটিতে এই প্রথমবার ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ঘন জঙ্গলে আশ্রয়, শেষ রক্ষা হলো না গ্রেপ্তার শিশু সহ ১১ জন

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৩১ আগস্ট ঃ আন্দোলনের জেরে অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গোটা বাংলাদেশ জুড়ে । এই অস্থিরতার পরিস্থিতি থেকে নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করতে বহু বাংলাদেশি নাগরিক প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন সীমানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এবার পুলিশের জালে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে শিশুসহ মোট ১১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে প্রবেশ করেন ওই বাংলাদেশী নাগরিকরা। প্রতিদিনের মতনই জঙ্গলে টহল দেওয়ার সময় বেশ কয়েকজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখতে পান বনকর্মীরা। এরপর বনকর্মীরা সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করলে উঠে আসে সত্যতা। তারা জানান বাংলাদেশে ঝামেলার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। নিজেদের পরিবারকে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে ভারতে পৌঁছাবার জন্য দালালদের কাছে মোটা টাকার বিনিময়ে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। দালাল চক্রের বেশ কয়েকজন তাদেরকে নৌকায় করে বাংলাদেশের জল সীমানা পার করিয়ে ভারতবর্ষের জল সীমানার মধ্যে এসে সুন্দরবনে নামিয়ে দেয় । এরপরে বন দপ্তরের হাতে আটকায় তারা। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তুলে দেওয়া হয় সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে। ধৃতদের মধ্যে মোট ৫ জন শিশু ৫ জন মহিলা এবং ১ জন পুরুষ রয়েছে। ১১ জনকে শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। এদের মধ্যে ধৃত পুরুষকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে আদালতে আবেদন করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে তাদের সকলের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলার কড়েয়া থানা এলাকায়। যদিও অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ ভারতীয় দূতাবাস যোগাযোগ করে অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়। অনুপ্রবেশকারীরা সঠিক তথ্য দিয়েছে কিনা সে বিষয়ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের অশান্তিকর পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নদীপথে ইতিমধ্যেই নৌবাহিনী এবং উপকূল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশি নজরদারি চালানো হচ্ছে। পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে কিভাবে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকে পড়ল সেই বিষয় ও খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। কোথায় খামতি রয়েছে নজরদারিতে সেই খামতির জায়গাতেও দ্রুত নজরদারী বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে ঘন জঙ্গলে আশ্রয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা গ্রেপ্তার শিশু সহ ১১ জন।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/১৭/২০২৪-২৫, তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১১৬২/ওটি/১৩৮/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসি টু টিয়ারের জন্য ফিক্সড জানালার জন্য গ্লাস ইউনিট আরসিএফ ডিআরজি নং. এলডব্লিউ ৫৪১০৪, অল্ট-জি ম্যাট অনুযায়ী. স্পেসিফিকেশন.:-অঙ্কন অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। ১) পরিমান- ১২০০টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ২) পরিমান- ৬০০টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ৩) পরিমান- ৭০০টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম), এর জন্য ৪) পরিমান- ১০০টি নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, ৫) পরিমান- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার)। পি.এল.নং-৩৩৫৬৪১০৩।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/৫০৪০এ/ওটি/১৩৯/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডব্লিউডিপি৪ এইচএইচপি লোকোমোটিভের জন্য নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি সেট ডিএলডব্লিউ পিটি. নং. ১৭০৫১৪৭২ এবং ডিআরজি. নং. ১০৬০৯৩৭৫ অনুযায়ী এবং আরডিএসও স্পেকন নং. এমপি.০.৫১.০১.০২ (রেভ-০২) জুন ২০০৯ -এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (প্রতি সেটে ১০টি নিয়ে গঠিত= ৫০টি)। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। পরিমান - ৫০টি এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং- ৩৩৬৮০০১০০০১০।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৩৭/২৪/০৭০৮এ/ওটি/১৪০/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: "ক্যাসনব বগির জন্য বগি সেন্টার পিভট বটম।" আরডিএসও অঙ্কন নং: ডব্লিউডি-৮৫০৭৯- এস/২, আইটেম-১, অল্ট-২৭। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: অঙ্কন অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]।১) পরিমান- ৪৭৮টি নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, ২) পরিমান- ৪২৮টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ৩) পরিমান- ২৭৫টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ৪) পরিমান- ৫৭টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৩৮১০৬৩৩৪।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১১৮১/ওটি/১৪১/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৮-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: হাই টেনসিল এএআর 'এইচ' টাইপ টাইটলক সিবিসি বিজি এলএইচবি প্যাসেঞ্জার কোচদের জন্য। এমএটি. স্পেক.: আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (রেভ-০৩)। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৮৪ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]।১) পরিমান- ১৫০টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ২) পরিমান - ১৫০টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৩৩৬৮১২০০।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫২৫৯/ওটি/১৪২/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৮-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উচ্চ সান্দ্র নাইলন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার (এইচভিএন লাইনার) উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৩৭০৭ এবং ৩৭০৮ পিএসসি স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য ডিআরজি. নং আরটি-২৪৯৬ ৬০কেজি ইউআইসি/৬০ইআই/৫২ কেজি রেলের জন্য উপযুক্ত। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। পরিমান- ৬০০০০০ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাওঁ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য। পি.এল.নং-৬০০৬৫০৫৯।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫২৮৭/ওটি/১৪৩/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২০-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১ ইন৮.৫ ডব্লিউসিএমএসসি) ১-ইন-৮½ বিজি ৬০ কেজি পিএসসি স্লিপারের উপর ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং আরডিএসও -এর স্ট্যান্ডার্ড অঙ্কন নম্বর টি-৬৪৪১ অনুযায়ী ৬ মিমি পুরু খাঁজকাটা রাবার সোল প্লেট সরবরাহ সহ (অঙ্কন নং.আরডিএসও/টি-৬১৯৮ থেকে আরডিএসও/টি-৬২০৩, আরডিএসও/টি-৬৮০০, ৬৮০০/১, ৬৮০১, ৬৮০১/১/১), স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট এবং নাটস, ইআর ক্লিপ, ইনসুলেটিং লাইনার ইত্যাদি বাদে। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: হ্যাঁ, স্টেজেস:১]। পরিমান- ১৪৫ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাওঁ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য। পি.এল.নং-৬০০৬০২৮১।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫১৬৪/ওটি/১৪৪/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে.III ফ্লাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল সেকশনগুলি ডিআরজি নম্বর আরডিএসও টি-৩৭০১ আইআরএস-টি-৩১-২০২১-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্পেসিফিকেশন সহ সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে, অল্ট নং. ৭ সহ সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন.: প্রযোজ্য নয়, স্টেজেস: ০]। পরিমান-৭৭৮৯৮৭টি এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাওঁ, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০১৬।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫২৯৩/ওটি/১৪৫/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উন্নত সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট তৈরি ও সরবরাহ, ৫২ কেজি আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৬৯৩০ সহ সমস্ত জিনিসপত্র সম্পূর্ণ কিন্তু ইআরসি, জিআরএসপি, ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট এবং নাটস বাদ দিয়ে এবং জিএফএন/মেটাল লাইনারে আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-১০-২০০০ সহিত টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: হ্যাঁ, স্টেজেস:১]। পরিমান-১৪৫ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাওঁ, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং- ৬০০৯০১৬৯।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১৪৭১/ওটি/১৪৬/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইমার্জেন্সি জানালার জন্য গ্লাস ইউনিট আরসিএফ-এর ডিআরজি. নং এলডব্লিউ-৫৪১৩৮, অল্ট.নং 'ডি' ম্যাট। স্পেসিফিকেশন:-অঙ্কন অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। ১) পরিমান- ১০৪০টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ২) পরিমান- ১৫১০টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, ৩) পরিমান- ৩৪টি কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য, ৪) পরিমান - ৪৯৪টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম), এর জন্য, ৫) পরিমান - ৮৯টি নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য। পি.এল.নং- ৩৩৫৬৬৭৫৬।

ক্রম.নং.:১০; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/০৬৬২/ওটি/১৪৭/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এলএইচবি কোচগুলির জন্য হ্যান্ড ব্রেক ব্যবস্থা সহ ব্রেক সিলিন্ডার। পার্ট নং. মেসার্স নর ব্রেমসে পার্ট নং. II ৮২৫১৬/১২০৪ এলপি অথবা ব্রেক সিলিন্ডার সাথে হ্যান্ড ব্রেক সংযুক্ত {পিবিএসিএম ২৫৪-১৩০} এলএইচবি কোচগুলির জন্য। পার্ট নং. মেসার্স ফেইভলি পার্ট নং.৪এফ-১২৫১৮৭ বা অনুরূপ। ম্যাট. স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪ রেভ-০৩। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩৬ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। ১) পরিমান - ১০টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য, ২) পরিমান- ৩৮টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম), এর জন্য, ৩) পরিমান- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম)। পি.এল.নং-৩৩৫১০১৯২।

ক্রম.নং.:১১; টেন্ডার নং. : এমএল২৪৫১১০/ওটি/১৪৮/২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৩-১০-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইলেকট্রিক হোইস্ট সহ ৩ টন পিলার মাউন্ট করা জেআইবি ক্রেন সরবরাহ, দাড় করানো, স্থাপন, পরীক্ষা এবং চালু করা এমএলডিটি স্পেসিফিক নং ডিএলএস/এমএলডিটি/ইএল/জেআইবি ক্রেন/০০৪/২০২৪ অনুযায়ী পরিমান-২টি।

ক্রম.নং.:১২; টেন্ডার নং. : ৩৭/২৪/০৬৪৩/ওটি/১৪৯/২০২৪-২৫; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১১-০৯-২০২৪।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: "ক্যাশনাব ২২এইচএস বগির জন্য বয়ষ্টার স্প্রিং আউটার।" মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: বিগ স্পেক.আইএস: ৩১৯৫ জিআর-৬০ এস১৭ এবং আরডিএসও স্পেক নং: ডব্লিউডি-০১-এইচএলএস-৯৪(রেভ০৪) আরডিএসও অঙ্কন নং. ডব্লিউডি- ৯২০৫৮-এস-৫,আইটেম -১, অল্ট-১৩। [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন.: না, স্টেজেস: ০]। i) পরিমান- ২৭১৯টি নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম), এর জন্য, ii) পরিমান- ১৪৯৮টি নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য, iii) পরিমান- ৮৩৭টি পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, iv) পরিমান - ৮২টি ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৩৮০৪০১৭৭।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়, তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

খাওয়া- দাওয়া

একই উপকরণে বানাতে পারেন দুই রকম খাবার

উপকরণঃ চালের গুঁড়া তিন কাপ, জল দুই কাপ, আদাবাটা এক টেবিল চামচ, লবণ এক টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া এক চাচামচ, কালিজিরা এক চামচ, তেল ১ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ জল গরম করে চালের গুঁড়া ও বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে রুটির মতো ডো তৈরি করুন। এবার ভালোভাবে মেখে ছোট ছোট লেচি কেটে রুটি তৈরি করে নিন। অথবা ছোট টুকরাগুলো দিয়ে রুটি না বানিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে পিঠা তৈরি করে নিন। এই পিঠা তেলে ভেজে নেবেন অথবা জলের ভাপে দিয়ে মুঠি পিঠা তৈরি করে নেবেন।

সহজে আপনিও বানাতে পারেন চিড়া ভাজা

উপকরণঃ চিড়া আধা কেজি, ভাজা বাদাম ৩ টেবিল চামচ, মিষ্টি জিরা ১ টেবিল চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ আধা চাচামচ।

প্রণালিঃ তেলে মিষ্টি জিরা ভেজে নিন। সামান্য লবণ ও চিড়া ঢেলে দিয়ে কয়েক মিনিট মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। চিড়া ভাজা হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। সঙ্গে ভাজা বাদাম দিয়ে দিন। জিপার ব্যাগ অথবা বয়ামে সংরক্ষণ করুন।

একদম নতুন একটি খাবার, আদা মুড়ি বানাবেন যেভাবে

উপকরণঃ মুড়ি আধা কেজি, আদাকুচি তিন টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি দুই টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি দুই টেবিল চামচ, তেল দুই টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ তেলে আদাকুচি, পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচকুচি একসঙ্গে ভেজে নিন। বাদামি রঙের হয়ে এলে মুড়ি দিয়ে ভাজুন। ভাজা হলে নামিয়ে নিন। গরম ভাপ চলে গেলে বয়ামে অথবা বায়ুরোধক ভালো মানের পলিব্যাগে রেখে সংরক্ষণ করুন।

বাবার দুটো কিডনি নষ্ট, পড়াশোনার জন্যই মেধাবী ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩১ আগস্টঃ কিডনির সমস্যা। এমন অবস্থাতে দুই মেয়ে এবং এক ছেলেকে পড়াতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা বিকাশ দাস। প্রায় ২ বছর ধরে উনি কিডনির সমস্যা তে ভুগছেন। পরিবারের কেবলমাত্র উনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী। আজ তিনি বাড়িতে। পুরো উপার্জনের পথ-ই বন্ধ। এমনই অবস্থাতে এগিয়ে এলো নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। শনিবার রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্রী বিদিশা দাসকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা হিসাবে হোস্টেল খরচ দেওয়ার সূচনা করা হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র, সভাপতি ড. শোভন সুন্দর গিরি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা শিক্ষক দেবকুমার মন্ডল, শিক্ষক সুব্রত জানা, শিক্ষক রনজিত মন্ডল, শিক্ষক অভিজিৎ দাস ও ড. শান্তনু বেরা।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সবাই বিদিশার ভবিষ্যতের জন্য তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। ড. শান্তনু বেরা বলেন, এই মেধাবী ছাত্রীটির বাবার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছাত্রীটিকে সহায়তার পাশাপাশি তার বাবার ডায়ালাইসিস এর ব্যাপারেও অন্য একটি ট্রাষ্ট এর সঙ্গে কথা হয়েছে যাতে ছাত্রীটির পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁর বাবাও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা যাতে করা যায়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র বলেন, স্কুলের তরফ থেকে হোস্টেল ফ্রিতে ছাড় দেওয়া বা পড়াশোনার সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি করা হবে। জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বলেন, ছাত্রীটির পড়াশোনার সাথে সাথে যাতে তার বাবার কিডনি ট্রান্সপ্যান্ট করার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে উনি সাহায্য করবেন। এই প্রসঙ্গে বিদিশার বাবা বিকাশ দাস বলেন, আমি প্রায় বাইশ মাস ধরে কিডনির সমস্যা তে ভুগছি। উপার্জনের পথ একদম বন্ধ। হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে শুধু আমার জন্য। গ্রামের প্রায় মানুষজন আমার পাশে রয়েছেন। যে যা পারছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সবই ঈশ্বরের দান। এই প্রসঙ্গে ড. বেরা বলেন, বিদিশার এই মাসিক বৃত্তি পাওয়ার ব্যাপারটায় শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা শিক্ষক দেবকুমার মন্ডল এবং শিক্ষক রনজিত মন্ডল এগিয়ে এসেছেন বলে সম্ভব হয়েছে। আমরা সবাই যদি এভাবে মেধাবী অথচ দুস্থ ছাত্রছাত্রীর পাশে এগিয়ে আসি তাহলে সমাজের মেরুদন্ড এবং শিক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত হবে।

আর জি কর কান্ডের দোষীদের শাস্তির দাবিতে জয়নগর ও কুলতলিতে তৃনমূলের প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উপস্থিতিতে জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর লাইব্রেরীর মোড় থেকে সিপিআইএম ও বিজেপির সম্মিলিত চক্রান্ত শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার এবং বাংলার সম্মানকে কুলষিত করার বিরুদ্ধে এবং আর.জি.কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার দোষীদের ফাঁসি চাই ও সিবিআই তদন্ত দ্রুত সম্পুর্ণ করার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন তৃনমূল কংগ্রেসের বহু মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা।এই মিছিল জয়নগর থানার মোড়ে এসে শেষ হয়। আবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ মোড় থেকে জয়নগর থানার মোড়ে আর একটি মিছিল এসে শেষ হয়। জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকার একটি মিছিল ও জয়নগর থানার মোড়ে এসে শেষ হয়। তিনটি মিছিল মিলিত হয়ে জয়নগর থানার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।

এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর,জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, তৃনমুল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ,ওয়াহিদ মোল্লা, কর্নকান্তি হালদার,সাহাবুদ্দিন শেখ,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। একই দাবিতে এদিন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে জালাবেড়িয়া -২ গ্রাম পঞ্চয়েতের অন্তর্গত কাঠখালী থেকে জামতলা ব্রিজ পর্যন্ত সু-বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

দুই বাংলাদেশী নাগরিক ধৃত

আগরতলা, ৩১আগস্ট ঃ অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের অভিযোগে শুক্রবার রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টার এলাকা থেকে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ দুই বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেফতারের বিশদ বিবরণ দিয়ে, পশ্চিম আগরতলা থানার অফিসার ইনচার্জ পরিতোষ দাস জানান, শুক্রবার শহরের লঙ্কামুড়া এলাকা থেকে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা সুমন নামে একজন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়।বিএনএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুমন আরও কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেছে যারা অবৈধভাবে ভারত-বাংলা সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে।

এটিএম থেকে কৌশলে টাকা উধাও

কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে অদক্ষ গ্রাহককে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি পাশ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী ভাবে টাকা তুলতে হবে দেখিয়ে দিতেন। গ্রাহককে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেন। এরকমই এক প্রতারণার ঘটনা ঘটল বারাসতে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বারাসাত থানার পুলিশ। বারাসতে শনিবার সকালে রহমান গাজী নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় এক এটিএমে টাকা তুলতে যান। তাঁর অভিযোগ, এটিএম বুথের ভেতর আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি টাকা তোলার সময় ওই ব্যক্তি লক্ষ্য রাখছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞাত পরিচিয় ওই ব্যক্তি তাঁকে টাকা তোলার ব্যাপরে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিতে শুরু করেন। সেখানে কিছু অসুবিধা হওয়ায় কাছেই আর একটি এটিএমে টাকা তুলতে যান গাজী। গাজী দেখেন, যে টাকা তিনি তুলেছেন, ব্যাঙ্ক কেটেছে তার দ্বিগুন পরিমাণ। যখন তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিটির খোঁজে চারদিকে নজর রাখেন। অন্য একটি এটিএমে খোঁজ মেলে অভিযুক্তর। তাকেচেপে ধরতে গাজীর অ্যাকাউন্ট থেকে কৌশলে তুলে নেওয়া টাকা ফেরৎ দিরে দেন।

‘পাঁচ তারকা হোটেলের’ মতো সুবিধা পাচ্ছেন ইমরান খান’

ইসলামাবাদ, ৩১ আগস্টঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কারাবাস নিয়ে দেশটির পার্লামেন্টের জাতীয় পরিষদে ব্যাপক বিতণ্ডা হয়েছে। ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিকইইনসাফের (পিটিআই) দাবি, কারাগারে তাদের নেতাকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তবে সরকারদলীয় পার্লামেন্ট সদস্যরা এ দাবি নাকচ করে বলেন, কারাগারে ইমরান ‘পাঁচ তারকা হোটেলের’ মতো সুবিধা পাচ্ছেন। জাতীয় পরিষদে এ ঘটনা ঘটে শুক্রবার। অধিবেশনে বিরোধী সদস্য ওমর আইয়ুব খান বলেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা কারাবন্দী ইমরান খানকে তাঁর পরিবার ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া নেতাদের কারাগারের বাইরে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এরপর পরিকল্পনা ও উন্নয়নমন্ত্রী আহসান ইকবাল এবং পাকিস্তান মুসলিম লিগনওয়াজের (পিএমএলএন) সদস্য হানিফ আব্বাসি তাঁদের বক্তব্যে বলেন, পিটিআই সরকারের আমলে তাঁরা ব্যাপক দমনপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। বিভিন্ন মামলায় কারাগারে থাকা ইমরান যে নির্দোষ, তা তাঁকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে। গণমাধ্যমের সামনে ‘কান্নাকাটি’ করলে চলবে না।

মন্ত্রী আহসান ইকবাল বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফসহ পিএমএলএনের প্রায় সব প্রবীণ নেতা কারাগারে ছিলেন। তাঁরা যে নির্দোষ, তা আদালতে প্রমাণ করতে পেরেছেন। কারাগারে ইমরানের সুযোগসুবিধা না পাওয়ার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, একটি পাঁচ তারকা হোটেলে যেমন সুবিধা পাওয়া যায়, কারাগারে ইমরানের জন্য সেসব সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বক্তব্যের পর বিরোধী সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন।

একপর্যায়ে পাল্টাপাল্টি স্লোগানে পরিষদে হট্টগোল শুরু হয়। স্পিকার আয়াজ সাদিক বাধ্য হয়ে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন। শুক্রবারের অধিবেশনে ১৮টি বিষয়ে আলোচনা কথা ছিল। হট্টগোলের কারণে সে আলোচনাও সম্ভব হয়নি। শুধু প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তাও আধা ঘণ্টা স্থগিত ছিল। এদিকে পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদের কারণে নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে অর্থনীতি। এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে ‘সংকীর্ণতা’ দেখা দেওয়ায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইমরান। শুক্রবার আদালতের এক শুনানিতে অংশ নেওয়ার পর এমন মন্তব্য করেন তিনি।

বিদ্যুৎ লাইন সংস্কার করতে গিয়ে আহত

বিলোনিয়া, ৩১ আগস্টঃ তপন গোস্বামী নামে বৈদ্যুৎ নিগমের কর্মচারী কর্তব্যরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরার বিদ্যুৎ লাইন সংস্কারের কাজ করছিলেন।

দুর্ঘটনার পর তপন গোস্বামীকে দ্রুত বাইখোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়ে দেন। তাকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গিয়েছে তার অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসারা সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সাক্ষাৎকারে সাবধানী ছিলেন কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ৩১ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রার্থিতা নিশ্চিত হওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম সম্প্রচার মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কমলা হ্যারিস। সাক্ষাৎকারকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম সাক্ষাৎকারে তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল তা নিয়েও চলছে নানা বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাক্ষাৎকারের সূচনাপর্বটি শক্তিশালী ছিল না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলে প্রথম দিন কী করবেন, সে সম্পর্কে কথা বলতে কমলাকে হোঁচট খেতে হয়েছে। সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাব জটিল, বিশদ ও বিভ্রান্তিমূলক ভাবে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় কমলা হ্যারিসের মধ্যে। এতে বিরোধীরা তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করে বলেন, ‘ওয়ার্ড সালাদস’ (শব্দের সালাদ)। যদিও সাক্ষাৎকারে এটি বড় কোনো বিষয় ছিল না। তবু, প্রশ্নের জবাব আরও সংক্ষেপে দিলে সেটি হতো তাঁর নৈপুণ্যেরই প্রদর্শন। যেমন, অর্থনীতি থেকে শুরু করে ভূমি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাধারণ ও শ্রমজীবী মার্কিনিদের জীবন সহজতর করতে তিনি কী করতে চান, সেটি তুলে ধরতে পারতেন।
রানিং মেট টিম ওয়ালজকে সঙ্গে নিয়ে সিএনএনের সাক্ষাৎকারে অংশ নেন কমলা। এ সময় কমলাকে শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় কমলা নিজের কোনো লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেননি। গত মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে প্রার্থিতা চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন কমলা। তখন থেকে এ পর্যন্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার বিষয়ে তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইলে কমলা বলেন, তাঁর মূল্যবোধ পাল্টায়নি। এরপর কমলা আশ্বস্ত করেন, তিনি আর প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ফ্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা অবৈধ অভিবাসনকে অপরাধের আওতামুক্ত বিবেচনা করাকে সমর্থন করেন না।

সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে কমলা নমনীয় বলে রিপাবলিকানরা যে অভিযোগ করে আসছেন, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় কৌঁসুলি হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। নির্বাচনী সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেওয়ার সময়ও কমলাকে প্রায়ই এ অভিজ্ঞতার কথা বলতে শোনা যায়। সমাবেশে কমলা প্রায়ই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকা প্রসঙ্গেও কথা বলেন। সাক্ষাৎকারের সঞ্চালককে কমলা বলেন, ‘আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে বন্দুক, মাদক ও মানবপাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তদেশীয় অপরাধী সংগঠনগুলোর বিচার করেছি। আমিই এ প্রতিযোগিতায় থাকা একমাত্র ব্যক্তি যাঁর সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা আছে।’

নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেন রানিং স্টাফদের সাথে মতবিনিময় করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ৩১ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন শ্রেণির ফিল্ড আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করেন যারা সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মত বিনিময়ের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সুরেন্দ্র কুমার সহ হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। জেনারেল ম্যানেজার তার বক্তব্যে রেলওয়ের সমস্ত আধিকারিককে সতর্ক থাকতে এবং যে কোন মূল্যে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বলেন। মত বিনিময়ের সময় বিভিন্ন পরামর্শও প্রদান করেন যেখানে লোকো ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইত্যাদির মতো ফিল্ড সুপারভাইজাররা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের আপগ্রেডেড রানিং রুমও পরিদর্শন করেন, যা বিশ্রাম ও মনোরঞ্জনের জন্য চালক ও গার্ড সহ ট্রেন পরিচালন কর্মীরা ব্যবহার করেন। রানিং রুমটি লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলট এবং অন্যান্য ট্রেন চালানোর কর্মীদের জন্য বাড়ি থেকে দূরে একটি বাড়ি হিসাবে কাজ করে। জেনারেল ম্যানেজার রানিং রুমে উপলব্ধ পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা পরীক্ষা করেন। তিনি লোকো পাইলটদের সাথেও মতবিনিময় করেন, যারা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য যাত্রী, প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সামগ্রীগুলির নিরাপদ, সময়মত এবং দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য প্রায়েই দেরী পর্যন্ত কাজ করে। জেনারেল ম্যানেজার ইহা নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন যে তাদের যথাযথ বিশ্রাম এবং খাবার উপলব্ধ হয় যাতে তাদের পরবর্তী ডিউটি শিফটে তারা সতর্ক থাকে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে ট্রেনটি কোনও বাধা ছাড়াই নিরাপদে চলে। তিনি স্টেশনগুলিতে রেলওয়ের আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ফিডব্যাক চান এবং বিভিন্ন সুরক্ষা সম্পর্কিত আইটেমগুলির বিষয়ে তাদের সচেতনতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

Name Change
I, Mohammed Asif Khan (old name) S/O Mohammed Kalam Khan, residing at 36/19, Hara Chand Mukherjee Lane, Haora, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Asif Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Mohammad Asif Khan (new name) and Mohammed Asif Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Kalam Khan (old name) S/O Late Mohammed Jahir Khan, residing at 36/19, Hara Chand Mukherjee Lane, Haora, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Kalam Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Mohammed Kalam Khan (new name) and Kalam Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I,KAKALI DEY,WIFE OF SUMANTA DEY, RESIDING AT 20,HARE KRISHNA SHETT LANE, GOVERNMENT HOUSING ESTATE, KOLKATA - 700050,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAKALI BANERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.THAT KAKALI DEY AND KAKALI BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Arshi Parveen D/O Md. Osman Khan, declare that my minor son said name Taha Kader (old name) residing at 46/1, Gora Chand Road, Kolkata- 700014, P.S.- Beniapukur, West Bengal, INDIA, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Taha Khan (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 19/07/2024. Taha Khan (new name) and Taha Kader (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shabarna Ghosh (old name) W/O Prabal Ghosh, Presently residing at Block-20, Flat-127, Central Govt Quarters, Upen Banerjee Road, Parnasree Pally, Kolkata- 700060, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shabarna Ghosh Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/08/2024. Shabarna Ghosh Chatterjee (new name) and Shabarna Ghosh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Arshi Parveen D/O Md. Osman Khan, declare that my minor daughter said name Lamiya Kader (old name) residing at 46/1, Gora Chand Road, Kolkata- 700014, P.S.- Beniapukur, West Bengal, INDIA, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Haniya Khan (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 19/07/2024. Haniya Khan (new name) and Lamiya Kader (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sri Chandrakanta Mondal S/o Late Dulal Mondal, resident of Vill. & P.O.- Sreemayapur, P.S- Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741313 West Bengal do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Sri Chandrakanta Mondal instead of Charu Chandra Das vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 06/06/2024. Sri Chandrakanta Mondal and Charu Chandra Das both are same and identical person.

Name Change
I, Vrinda Saraf (old name) W/O Siddhartha Saraogi, Presently residing at 32/1, Rowland Road, L R Sarani, Kolkata- 700020, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vrinda Saraogi (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 30/08/2024. Vrinda Saraogi (new name) and Vrinda Saraf (old name) both are same identical person.

Name Change
I,SAKINA PARMAR,WIFE OF HAKIMUDDIN S PARMAR, RESIDING AT 85A MUZAFFAR AHMED STREET, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA H PARMAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2014. THAT SAKINA PARMAR AND SAKINA H PARMAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SALEMA BIBI, W/O SAHIDUL MALLICK, R/O VILL PURKAIT ATI PARA, SUBARNAPUR, PO CHAKLA, DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743424, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHALEMA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2024, THAT SALEMA BIBI AND CHALEMA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rajesh Kyal (old name) S/O Hari Prasad Kyal, Presently residing at SHANTI KUNJ D 102, 20, ROUND TANK LANE, MULLICK PATHAK, HOWRAH-711101, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajesh Kumar Kyal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Rajesh Kumar Kyal (new name) and Rajesh Kyal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Abhijit Koley (old name) S/O Sankar Kole, Presently residing at Vill- Natunbheri, P.O.- Dewanbheri, P.S.- Singur, Dist- Hooghly, , West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abhijit Kole (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Hooghly, Chandernagore on 30/08/2024. Abhijit Kole (new name) and Abhijit Koley (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Robial Ali Khan (old name) S/O Hanif Ali Khan, Presently residing at Unsani Majher Para, Jagacha, P.O.- Unsani, P.S.- Jagacha, Howrah, Pin- 711302, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rabial Ali Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Rabial Ali Khan (new name) and Robial Ali Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I SANJAY RATHI (OLD NAME), S/O RAM KISHORE RATHI , R/O INDRAPRASTHA-1B, 46A, CHAKRABERIA ROAD(NORTH), BHAWANIPORE, KOLKATA PIN-700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR RATHI(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE KOLKATA ON 13TH NOVEMBER 2018 THAT SANJAY RATHI AND SANJAY KUMAR RATHI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SULATA SAHA BHATTACHERJEE (OLD NAME), WIFE OF AMIT KUMAR BHATTACHERJEE, RESIDING AT B-16A, JOYSHREE PARK, PS-BEHALA, KOLKATA -700034,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SULATA BHATTACHERJEE (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/08/2024.THAT SULATA SAHA BHATTACHERJEE AND SULATA BHATTACHERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sabitri Choudhury (old name) W/O Hemanta Choudhuri, Presently residing at Damodarbati, P.S.- Onda, Bankura, Pin- 722144, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sabitri Choudhuri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Sabitri Choudhuri (new name) and Sabitri Choudhury (old name) both are same identical person.

দু-দুটো সুখবর, দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আগমন হল ৬ নতুন অতিথির

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩১ আগস্ট ঃ পুনরায় নজির দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্ক বা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। পুজোর আগে পাহাড়ের পর্যটকদের দারুণ সুখবর দিল দার্জিলিং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। তাও আবার একটা নয়। দু-দুটো সুখবর । দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আগমন হল ৬ নতুন অতিথির। জন্ম হল ৪টি রেডপান্ডা ও ২টি স্নো লেপার্ডের । শিলিগুড়ি প্রাণী প্রজনন বা ক্যাপ্টিভ ব্রিডিংয়ে এশিয়ায় মধ্যে যে সেরা, তা আবারও একবার প্রমাণ করল দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। আগমন হল ছয় নতুন অতিথির। তাতে উচ্ছ্বসিত পার্ক কর্তৃপক্ষ। এই চিড়িয়াখানার অধীনে থাকা তোপকেদারা প্রজনন কেন্দ্রে চারটি রেড পান্ডা এবং দুটি স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইয়াচি বলেন, আমরা দারুণ খুশি। ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে সফলভাবে আরও চারটি রেড পান্ডা এবং দুটি স্নো লেপার্ড জন্ম নিয়েছে । প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছে। মাসখানেক আগে জন্ম হওয়ার পর বিপদ পর্যায় কাটলে ওই ৬টি শাবকের খবর প্রকাশ্যে আসে। সদ্য জন্ম হওয়ায় ৬টি শাবকই সুস্থ রয়েছে বলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে । গত জুলাই মাসের শেষের দিকে রেড পান্ডা দম্পতি নিক্কি এবং প্রন্ন চার শাবকের জন্ম দিয়েছে । প্রায় একই সময়ে স্নো লেপার্ড রাহানা দুই শাবকের জন্ম দিয়েছে । মায়েদের আদর যত্নেই বেড়ে উঠছে তারা। দিনরাত খুদেদের উপর নজরদারি রাখছেন চিকিৎসক ও পার্ক কর্তৃপক্ষ। নতুন চারটি শাবকের জন্মের পর বর্তমানে চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯টি। নতুন দু'টি শাবকের জন্মের ফলে মোট স্নো লেপার্ডের সংখ্যা বেড়ে ১১। কারণ আগেই ৯ টি স্নো লেপার্ড ছিল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে । ২০২৩ সালের মে মাসে একসঙ্গে পাঁচটি তুষার চিতার জন্ম হয়েছিল এই পার্কে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাতেই একমাত্র ৩০ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে রেড পান্ডা এবং স্নো লেপার্ডে প্রজনন প্রক্রিয়া চলছে । এর বাইরে আরও আটটি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যেগুলি বিলুপ্তপ্রায় লাল তালিক বা শিডিউল ১ প্রজাতির। তালিকায় রয়েছে হিমালয়ান থার, ব্লু শিপ, হিমালয়ান উলফের মতো প্রাণী। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ওই ব্রিডিং সেন্টারে ৭৯ টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে । তার মধ্যে ২০২৩ সালে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৬টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছিল।

খাবারের লোভ দেখিয়ে ১০ বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতন ৩ কিশোরের!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ আগস্ট ঃ আরজিকর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। পথে পথে প্রতিবাদ চলছেই। তবে এবার শিওরে ওঠার মত ঘটনা ঘটলো নিউ জলপাইগুড়ি খানা এলাকায়। নির্যাতনের শিকার হতে হল দশ বছরের এক শিশুকে। শনিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে। অন্যদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই শিশু । পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, বিগত কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ওই নাবালকের। বিষয়টি পরিবারের নজরে আসতেই প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। জানা যায়, এলাকারই কয়েকজন নাবালক যুবক ওই শিশুকে খেলার নাম করে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করছিল। বাড়ির পাশেই প্রাচীর দেওয়া একটি ফাঁকা জায়গায় প্রায় মাসখানেক ধরে চলছিল এই কান্ড। কখনো খাবারের লোভ দেখিয়ে আবার কখনো ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন হচ্ছিল ওই শিশুটির । শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে পরিবারের কাছে সমস্ত ঘটনা জানায় সে। এরপরই এলাকার তিনজনের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে নির্যাতিত নাবালকের পরিবার ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাদের ওপরে চড়াও হয় অভিযুক্তদের পরিবার। এখন অভিযুক্ত তিনজনই নাবালক। তাদের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। তিন নাবালকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলার রজু করা হয়েছে। নির্যাতিত শিশুর বাবা বলেন , আমার ছেলেকে যৌন নির্যাতন করেছে আমাদের এলাকারই তিনটি ছেলে। আমরা বিষয়টি জানতে পারার পর তাদের পরিবারকে জানাতে গেলে উল্টে আমার ভাই ও বাবাকে মারধোর করে। আমরা বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েতকেও জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি। পরবর্তীতে আমরা পুলিসকে লিখিত অভিযোগ জানাই। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ৩ জনকেই গ্রেফতার করেছে। আর ছেলে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শিলিগুড়ি পুলিস কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন ১) দীপক সরকার জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রত্যেকেই নাবালক। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্পেশাল অপারেশন, এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ তিন জন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ আগস্ট ঃ প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃত দুজন কালিয়াচক এবং একজন দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির বাসিন্দা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে একটি স্পেশাল অপারেশন চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভিযানে মিলে যায় সাফল্য। মালদার কালিয়াচকের ইমরান শেখ এবং রমজান শেখ দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির বিমল ঘোষ কে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার ডেলিভারি করতে এসেছিল। ঠিক মাদক হাত বদলের সময় তিন জনকেই গ্রেফতার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃত কালিয়াচকের ওই দুই ব্যক্তি মাদক নকশালবাড়ি ব্যক্তির কাছে হাত বদল করতে আসছে এই খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধৃত মাদকের ওজন ৮১৬ গ্রাম। ধৃত ইমরান শেখ , রমজান শেখ এবং বিমল ঘোষ কে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি বাইক। এই চক্রে আরো কেউ জড়িয়ে রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। অন্যদিকে, অসামাজিক

কাজ ঘটানোর আগে অস্ত্র সহ পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতি। কোনও অসৎ কাজের উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ কাওয়াখালী ফাঁকা মাঠে জড়ো হয়েছিল ১০-১২ জনের একটি দল। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশকে দেখে বেশ কয়েকজন পালাতে সক্ষম হলেও তিনজনকে ধরে ফেলে পুলিস। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশকিছু ধারালো অস্ত্র। ধৃতরা হল, মিঠু গোয়ালা, আকাশ সিং, শিবশংকর শিকদার। এরা ফাটাপুকুর, বিহার ও ফুলবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

আদিবাসী নাবালিকার যৌন নিগ্রহ, সিবিআই তদন্তের দাবি সিপিএমের

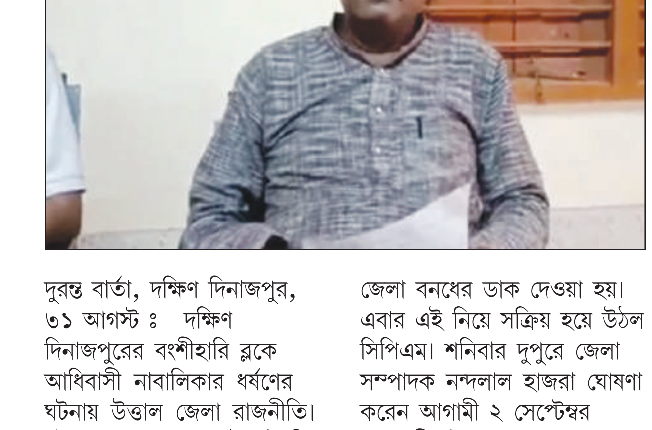

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ আগস্ট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারি ব্লকে আধিবাসী নাবালিকার ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল জেলা রাজনীতি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এই নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদিবাসী সংগঠন। ডাকা হল বনধ। এমনকি ওই ঘটনার তদন্ত রাজ্য পুলিসকে দিয়ে হবে না বরং তদন্ত করতে হবে সিবিআইকে দিয়ে, এমন দাবিও উঠল। শুক্রবার ওই ঘটনার প্রতিবাদে আদিবাসী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে ১২ ঘণ্টা জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। এবার এই নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল সিপিএম। শনিবার দুপুরে জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা ঘোষণা করেন আগামী ২ সেপ্টেম্বর আদবাসী যৌথ মঞ্চের ডাকা বন্‌ধকে সমর্থন জানাবে সিপিএম। রাস্তায় নেমে বন্‌ধের সমর্থন নয়, বন্‌ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাবে জেলা সিপিএম। এদিকে সিপিএমের আশঙ্কা তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই সিপিএমের দাবি রাজ্য পুলিস নয় ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত করুক সিবিআই। শনিবার দুপুরে সিপিএমের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, বংশীহারীর আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় শনিবার সকালে নির্যাতিতা নাবালিকার সঙ্গে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে দেখা করলেন রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের এক মহিলা আধিকারিক। শুক্রবার দুপুরে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পৌঁছান রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের মহিলা আধিকারিক তুলিকা দাস। জখম ওই নাবালিকার সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। নাবালিকার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে কেমন রয়েছে, মানসিক ভাবে নাবালিকা কেমন আছেন সেই বিষয়ে কথা বলেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। পরবর্তীতে নাবালিকা যেন স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারেন সেই বিষয়গুলি নিয়েও নাবালিকার সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের চাইল্ড রাইট কমিশনের আধিকারিক।

বাইকে বিস্ফোরক বহনের সময় বিস্ফোরণ, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ আগস্ট ঃ বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানা এলাকায় বাইকে ডিটনেটর জাতীয় বিস্ফোরক বহন করার সময় তা ফেটে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শালতোড়া থানা এলাকায় বেশ কিছু বেআইনি পাথর খাদান রয়েছে। সেইসব খাদানে পাথরের চাঁই ভাঙার জন্য ডিটোনেটর, ডিনামাইট, জিলেটিন স্টিক প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ওইসব বিস্ফোরক সামগ্রী চোরাপথে আমদানির পর গোপন ডেরায় মজুত করা হয়। পরে তা রাতের অন্ধকারে খাদানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার রাতে ওই বাইক আরোহী একটি ব্যাগে ওই জাতীয় সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল। সম্ভবত, অন্ধকারে কোনওভাবে বাইকটি উল্টে যায়। ব্যাগের উপর চাপ পড়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ফড়ে রাজ কমাতে উদ্যোগ কৃষি দফতরের

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকারকে সরাসরি ধান বিক্রি করতে হলে বাধ্যতামূলক ভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। চাষিরা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সরকারকে ধান বিক্রি করতে পারবেন না । ফড়ে রাজ কমাতেই এই উদ্যোগ বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। কৃষি দফতরের পোর্টাল থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও চাষিরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাঁদের স্থানীয় সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আধার কার্ড, কৃষক বন্ধু কার্ড, জমির নথি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যিক। অনলাইনে স্লট বুকিংয়ের মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে হবে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাল্টা প্রশ্নও উঠছে। আর তা হল, রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক নথির প্রয়োজন। অনেক চাষির নেই সেইসব নথি। তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। যদিও খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা মেনেই কৃষকদের ধান বিক্তি করতে হবে। পদ্ধতিগত ভাবে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা সমস্যা হচ্ছে, তবে কৃষকেরা মানছেন, বায়োমেট্রিক দিয়ে ধান বিক্রি করার পদ্ধতি আসায় অনেকটাই স্বচ্ছতা ফিরেছে। ফড়ে রাজ কমেছে।

বাংলাদেশে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৫৯

ঢাকা, ৩১ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের ১১টি জেলায় বন্যায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে শনিবার পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৯। শুক্রবার পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ৫৪। এখনও পর্যন্ত ফেনীতে মারা গেছেন ২৩ জন। বন্যায় মৃত ৫৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৪১ জন, নারী ৬ জন ও শিশু ১২জন। কুমিল্লা-১৪, ফেনী ২৩, চট্টগ্রাম ৬, খাগড়াছড়ি ১, নোয়াখালী ৯, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১, লক্ষ্মীপুর ১ ও কক্সবাজার ৩ জন, মৌলভীবাজার ১ জন । নিখোঁজ লোকসংখ্যা ১ জন মারা গিয়েছেন। বন্যা আক্রান্ত ১১টি জেলা ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ সিলেট, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার জেলার বন্যা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে।

নয়ান জুলিতে পড়ল ইন্ডিয়ান পোস্টের গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৩১ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে শনিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ান জুলিতে পড়ে গেল ইন্ডিয়ান পোস্টের গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি মন্তেশ্বর রুটের ওপর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন সাতগেছিয়া দিক থেকে আসছিল ডাকের গাড়িটি মন্তেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল এবং মন্তেশ্বরের দিক থেকে একটি বাইক দ্রুত গতিতে আসছিল বাইকটি বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ডাকের গাড়িটি পার্শ্ববর্তী নয়ানজুলিতে পড়ে যায়।

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ আগস্ট ঃ ২ সেপ্টেম্বর কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে রামপুরহাটে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে। শনিবার প্রেস মীট করে জানান, এবার গতবারের মতো চার থেকে ছয় লক্ষ পুন্যার্থীর আগম হবে, বলে আশা করা হচ্ছে। সেখানে মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে, জেলা শাসক বিধান রায়, ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপীঠ থানার আধিকারিক, তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ত বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, দমকল সহ অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরা বেশ কয়েকবার প্রশাসনিক বৈঠক করেছে। মূলতঃ কিভাবে কার কী দায়িত্ব থাকবে তার নির্ধারণ হয়েছে । নো এন্ট্রি কোথায় কোথায় হবে, কোথায় ডাইভার্সন হবে তার রূপরেখা প্রকাশ করেছেন জেলা সমাহর্তা ও প্রশাসন। জানা গেছে, মোট পাঁচ জায়গাই নো এন্ট্রি পয়েন্ট হয়েছে। মনসুবা ও আস্তা মোড় থেকে নো এন্ট্রি পয়েন্ট শুরু হবে। এছাড়াও বেশ কিছু জায়গাই ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। থাকছে প্রচুর পুলিশ। বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশ আনা হবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং পুণ্যার্থীদের জন্য সহায়তা প্রদান। এই বছর কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হচ্ছে সোমবার ১৬ ভাদ্র অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় দিন ভোর ৫টা ৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে শুরু হচ্ছে পবিত্র এই তিথি। মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, মন্দিরের নিরাপত্তা, আলোক সজ্জা, পুণ্যার্থীদের সুযোগ সুবিধা, মেডিক্যাল ক্যাম্প ইত্যাদি মন্দির কমিটি দেখবে।

মহিলা সুরক্ষায় জেলায় হেল্পলাইন প্রকাশ জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৩১ আগস্ট ঃ আরজিকর ঘটনার পর রাজ্য সরকারের পাশাপাশি জেলা পুলিশ মহিলা সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করলো। শনিবার তমলুকের নিমতৌড়িতে পুলিশ সুপারের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সুরক্ষার জন্য বিশেষ হোয়াটস অ্যাপ এন্ড কল নম্বর প্রকাশ করেন পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য্য। তিনি জানান, জেলায় মহিলাদের সুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ নম্বর প্রকাশ করা হলো। যার নম্বর ৯৮০০৭৭৫৯৯৯। এই নম্বরটি হোয়াটস অ্যাপ এন্ড কল পরিষেবা রয়েছে। আজ থেকেই এই পরিষেবা চালু করা হলো। ২৪ ঘন্টা পরিষেবা চালু থাকবে। মহিলা সুরক্ষা কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়লে অভিযোগ করলে তার সমাধান করা হবে। সেই সাথে জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি, হলদিয়া, কোলাঘাট প্রভৃতি এলাকায় বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা থাকছে। গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ।

শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের পুড়িয়ে মারল কীর্তিমান জামাই

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ আগস্ট ঃ একদিকে টাকা-পয়সা নিয়ে অশান্তি, তো অন্যদিকে শ্যালকের স্ত্রীকে বিয়ে করার জেদ। জামাইয়ের অন্যায় আবদার মানেনি পরিবার। আর তাই পেট্রোল ঢেলে শ্বশুরবাড়ি পুড়িয়ে দিল 'কীর্তিমান' জামাই। মুর্শিদাবাদের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে এক শিশু-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ গেছে অভিযুক্ত জামাইয়েরও। ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘি থানার বাহালনগর গ্রামে শুক্রবার সন্ধ্যেয়। মৃতরা হলেন কুবরা বিবি (৬২), তাহিরা বিবি (২৮), তৌফিক শেখ (৪), মর্জিম শেখ (৭০) এবং রমজান শেখ (৪০)। গুরুতর আহত অবস্থায় সাগরদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন আরও সাতজন। বছর কয়েক আগে কড়েয়া-জামিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রমজান শেখের সাথে বাহালনগরের বাসিন্দা কোহিনুর বিবির বিয়ে হয়। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বছর দুয়েক আগে আত্মঘাতী হয়েছেন কোহিনুর। সূত্রের খবর, স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে রমজান শ্যালক তামিজুদ্দিন শেখের স্ত্রী তাহিরা বিবিকে বিয়ে করার জন্য শ্বশুরবাড়িতে এসে প্রায়ই অশান্তি করত। তাহিরার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। রমজানের এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে কয়েকবার সালিশি সভাও বসেছে গ্রামে। রমজানকে বাহালনগর গ্রামে ঢুকতে নিষেধও করা হয়েছিল। তার পরও সে শ্বশুরবাড়িতে এসে অশান্তি করত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতেও শ্বশুরবাড়িতে এসে রমজান তাহিরকে বিয়ে করা নিয়ে অশান্তি করছিল। সেই সময় হঠাৎই সে নিজের সঙ্গে থাকা তরল দাহ্য পদার্থ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন লাগার পর একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়ে প্রতিবেশীরা তাদেরকে বাঁচাতে এলে তাঁরাও কয়েকজন আহত হয়। শনিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি থাকা দু'জন আহতের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

GENERAL NOTICE
DISTRICT: SOUTH 24-PARGANAS
Before the learned 7th Civil Judge (Sr. Div.) at Alipore.
T.S. No. 1489/2023.

1.SMT. SARALA MONDAL
Wife of Late Dibakar Mondal
2. SRI SOURAV MONDAL
Son of Late Dibakar Mondal
3. SMT REBIKA MONDAL
Wife of Late Hriday Mondal, Daughter of Late Sujan Mondal
4. SMT BINA MONDAL
Wife of Late Bhusit Mondal
5. SRI DEEP MONDAL
Son of Late Bhusit Mondal
All of 180/2/4, Keorapukur Mission Mahatma Gandhi Road, P.O. and P.S. -Haridevpur, Kolkata-700082.
......Plaintiffs
-Vs-
1. SMT. NILIMA MONDAL
Wife of Late Tarang Mondal Of 49/7, Motilal Gupta Road, P.O.- Barisha, P.S. Haridevpur, Kolkata-700008.
2. SRI BIJAN MONDAL
Son of Late Bhusan Mondal
3. SRI CHIRA RANJAN MONDAL
Son of Late Bhusan Mondal
Both are of 180/2/4, Keorapukur Mission Mahatma Gandhi Road, P.O. and P.S. - Haridevpur, Kolkata-700082.
4. SMT. LEKHA SINGHA
Wife of Sri Subhas Singha Daughter of Late Bhusan Mondal Of 41B, Golf Club Road, P.S.- Jadavpur, Kolkata- 700033
5. SMT. MAHUA HALDER
Wife of Sri Pradip Halder Daughter of Late Subha Ranjan Mondal Of 113/8, Unit 8, South Eastern railway Colony, Kolkata-700043,
6. SMT. BIBHA FRANCIS
Wife of Late Mariam Francis Daughter of Late Bhusan Mondal of Mahatma Gandhi Road, P.O. and P.S. - Haridevpur, Kolkata-700082.
...Defendants

It is hereby notified that the Petitioners above named had filed the aforesaid Title Suit against the said respondents for partition of the property situates "ALL THAT piece and parcel Bastu Land measuring about 27 decimal under R.S. Dag No. 1029, R.S. Khatian No. 157, Mouza - Haridevpur, KMC Ward No. 122 under P.S. Haridevpur, Kolkata - 700082,". If the Respondents or anybody else has any objection he/she may file a written statement within 15 days from the date of this publication failing which the matter will be heard exparte.

By Order
Subhendu Jana
Sherestadar Ld. 7th Civil Judge
(Sr. Div) at Alipore

প্রতি
রিংকু রায়
ডি /ও. গান্ধার আর / ও. উত্তর কলোনী,
শান্তিপুর, নদীয়া জেলা,
পশ্চিমবঙ্গ

নোটিশ

রেফারেন্সঃ CRL.P.No.20/2019 ফাইলে অমরাবতীতে অন্ধ্র প্রদেশের হাইকোর্টের

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে কে.হানম বাবু বিশেষ ফাইলে S.C.No.6/2016-এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য অমরাবতীতে অন্ধ্রপ্রদেশের মাননীয় হাইকোর্টে Crl.P.No.20/2019-এর মাধ্যমে ফৌজদারি পিটিশন দায়ের করেছেন POCSO আইনের অধীনে মামলার বিচারের জন্য বিচারক, বিজয়ওয়াড়া। মাননীয় হাইকোর্ট নোটিশের আদেশ দিতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং যেহেতু নোটিশটি দেওয়া হয়নি, বিকল্প পরিষেবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী বর্তমান প্রকাশনাটি করা হল।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে Crl.P.No.20/2019 আপনার উপস্থিতির জন্য ১০-০৯-২০২৪ তারিখে অমরাবতীতে মাননীয় হাইকোর্টের সামনে পোস্ট করা হয়েছে এবং আপনাকে এতদ্বারা অন্ধ্রের হাইকোর্টের ১২ তম আদালতে হাজির হওয়ার জন্য জানানো হচ্ছে ১০-০৯-২০২৪ তারিখে অমরাবতী, গুন্টুর জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যক্তিগতভাবে বা অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে, ব্যর্থ হলে বিষয়টি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা হবে। তাই এই বিজ্ঞপ্তি।

পি. নগেন্দ্র রেড্ডি, B.A., B.L. উকিল
ফ্ল্যাট নং.৫০২, রিলায়েন্স বিল্ডার্স অ্যাপার্টমেন্ট,
সিদ্ধার্থ নগর, বিজয়ওয়াদা-৫২০ ০১০
এনটিআর জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ

রেলকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে, লালুর সময়ের কথা তুলে ধরে দাবি তেজস্বীর

পাটনা, ৩১ আগস্ট ঃ রেলকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে, এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন আরজেডি নেতা তথা বিধার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, রেলওয়ে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। লালু যাদব যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি গরিবদের জন্য কাজ করেছেন। প্রতি বাজেটেই তিনি গরিবদের জন্য রেলের ভাড়া কমিয়ে দিতেন যারা এসি-তে যাতায়াত করতে পারে না, গরিব রথের মতো ট্রেন চালু করেছেন... কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যে ট্রেন যথাসময়ে চলতে পারে, নাও চলতে পারে। তবে সময়মতো চললে ট্রেন দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

বিনয় কুমার সোরেণ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩১ আগস্ট ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বিনয় কুমার সোরেণ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন। তিনি কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক। আঠারো সালের আট তারিখ মেয়াদ শেষ হয় বিদ্যু চক্রবর্তীর। তারপর যথাক্রমে সঞ্জয় কুমার মল্লিক, অরবিন্দ মণ্ডলের পর পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ বিনয় কুমার সোরেণ পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন। এই প্রথম বিশ্বভারতীতে কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ভূক্ত কোন অধ্যাপক এই পদ অলঙ্কৃত করছেন।

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সেখ কামাল ০৯।০৫।২০২৪ বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 201743 / 2024 নং কোবালা দলিল মূলে নিমাই রায় ওরফে নির্মল রায়, ভক্তি রায় উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার মোমেনা বিবি এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE 100314/ 2019 নং আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, কাঁকড়াডিহি মৌজায় (জে.এল- ১৬৮) ১৮৫ ও ২৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৩ নং দাগে ০.০১৬৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোট, বাঁকুড়া
Enrol. No.-F/423/652/2017

বন্ধক জন্য পাবলিক বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে আমার মক্কেল খাদিজা খাতুন বিবি হলেন বিষয় সম্পত্তির একমাত্র এবং অবিসংবাদিত মালিক "মৌজা- খিলকাপুরে গঠিত প্রায় ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল একটু কম বা কম একই হবে , J.L. নং- ১৪৬ বর্তমানে R.S. খতিয়ান নং ৬৬৭০ এর সাথে সম্পর্কিত L.R. খতিয়ান নং ৭১১১ এর অন্তর্গত R.S গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা বারাসাত বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর," "২০২২ সালের জন্য নিবন্ধিত দলিল নং 152503504 দ্বারা D.S.R.-III উত্তর ২৪ পরগণার অফিসে নথিভুক্ত এবং নং-এ নথিভুক্ত। I, ভলিউম নং ১৫২৫-২০২২ সুফিয়া বিবি@ সুফিয়া খাতুনের (এটির মালিক) মোঃ জিয়ারুল হক নামে অ্যাটর্নি হোল্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।" এতদ্বারা আমার মক্কেলের দ্বারা স্পষ্ট করা হল যে উল্লিখিত সম্পত্তিটি সমস্ত দায়মুক্তি এবং আমার মক্কেল প্রোটিয়াম ফাইন্যান্স লিমিটেডের কাছে উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক রাখবে। সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে সুফিয়া বিবি @ সুফিয়া খাতুনের মোঃ জিয়ারুল হকের উল্লিখিত সম্পত্তি এবং এর পরবর্তী বন্ধক সম্পর্কে কোনো আপত্তি বা দাবি থাকলে তাকে ০৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশের তারিখ ব্যর্থ হলে অন্য কোনো দাবি আইনে খারাপ বলে গণ্য হবে।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং.৯০০৭৮২৪৯৫৭

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
সিনঃ এল৬৫৯৯৯ডব্লুবি১৯৯২পিএলসি০৫৫২২৪
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com ওয়েবসাইটঃhttps:www.rfaco.in

৩২তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি-এজিএমে ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার দুপুর ০২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (১ম), ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেঅন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং সাধারণ সার্কুলারগুলি যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি) দ্বারা জারি করা হয়েছে। সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করুন।

৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের বৈদ্যুতিন কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়. সদস্যদের উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত নথিগুলির প্রকৃত কপিগুলি কোম্পানি তাদের কাছে উপলব্ধ করবে না। ৩২তম এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

সেবি এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া, কোম্পানি তার সদস্যদের প্রদান করছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবারের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিমেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, অন্য জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৩২ তম এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এজিএমের স্থানের তুলনায় (দূরবর্তী ই-ভোটিং) এবং বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের আমানতকারী অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্সের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে 'আরটিএ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, (উভয় দিন) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। অন্তর্ভুক্ত) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে-

১। ৩২ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
২. দূরবর্তী ই-ভোটিং ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ শুরু হবে (সকাল ৯.০০টা)
৩. দূরবর্তী ই-ভোটিংটি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হবে (৫.০০পিএম)।
৪। ই-ভোটিংয়ের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল মঙ্গলবার ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৪। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন nichetechpl.com এ একটি ইমেল পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পান। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫. প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি ডিপোজিটরিতে তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ই-ভোটিংযের জন্য লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন নীচের প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করেঃ
১। ভৌত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিবরণ যেমন ফোলিও নং, এর নাম প্রদান করুন। শেয়ারহোল্ডার, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) কোম্পানিকে ইমেলের মাধ্যমে rfsl.nbfc@gmail.com এ অথবা nichetechpl.com এ রেজিস্ট্রার এবং শোর ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে।
২) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ (সিডিএসএল-১৬-সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল-১৬-সংখ্যার ডিপিআইডি সিএলআইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের অনুলিপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করুন), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যযিত স্ক্যান কপি) কোম্পানিকে ইমেলের মাধ্যমে rfsl.nbfc@gmail.com এ বা আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর(ডিপি) (DP) সাথে সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।
৬. ভোট দেওয়ার যোগ্য সদস্যরা নোট করতে পারেন যে-
ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫.০০ এর পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে। সোমবার, ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
খ) যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং
গ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
ঘ) যদি কোন সদস্য উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং অবৈধ বলে গণ্য হবে।
৭. কোম্পানিটি মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রামানিয়ান, সিনিয়র পার্টনার, মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রামানিয়ান অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, যার অফিস মু রুগেসা নাইকার কমপ্লেক্স, নং. ৮১, ক্রিমস রোড, চেন্নাই-৬০০০০৬-এ ই-স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। -এজিএম-এ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া এবং ভোটগ্রহণ।
৮. ই-ভোটিং-এর ফলাফল কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.rfslco.in.এবং স্টক এক্সচেঞ্জে www.bseindia.in-এ ঘোষণা করবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃকলকাতা — **সাক্ষর- মিস্টার ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি**
তারিখঃ০১-০৯-২০২৪ — **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**

চাঁপদানি পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২।০৯।২০২৪ তারিখ থেকে ১২।০৯।২০২৪ তারিখ পর্যন্ত হুগলি জেলার চাঁপদানি পৌরসভাতে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এবিষয়ে বিশদে জানবার জন্য চাঁপদানি পৌরসভার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। নিম্নলিখিত ফোন নংগুলিতে ঃ ৮৫৮৫৮০৫৬২৭ / ৮২৭৬০১৭৮৩৮।

তাং. ১।০৯।২০২৪

আদেশানুসারে,
পৌরপ্রধান
চাঁপদানি পৌরসভা

KOL RMS/422/2023-2025 Dl. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

টাইব্রেকারে স্বপ্নভঙ্গ মোহনবাগানের

ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল। টাইব্রেকারে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। টানা দু-ম্যাচ টাইব্রেকার জয়ের পর ফাইনালে মনে হচ্ছিল, নির্ধারিত সময়েই জিতবে মোহনবাগান। ২-০ এগিয়ে থেকেও নির্ধারিত সময়ে জেতা হল না। ম্যাচ গড়াল সেই টাইব্রেকারেই। গত দু-ম্যাচের মতো ফাইনালেও মোহনবাগানের ভরসা ছিল বিশাল কাইথের হাতই। কিন্তু টাইব্রেকারে জয়ের হ্যাটট্রিক হল না। জন আব্রাহামের উপস্থিতিই যেন বাড়তি তাগিদ জুগিয়েছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ফুটবলারদের। টাইব্রেকারে অনবদ্য জয়। মোহনবাগানের ১৮ নম্বর ট্রফি হল না। প্রথম বার ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। ম্যাচের ১১ মিনিটের মধ্যেই ১-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। বক্সের মধ্যে সাহাল আব্দুল সামাদকে ফাউল করেন আশির আখতার। জার্সি ধরে টানেন। রেফারি দেরি করেননি ফাউল ও পেনাল্টি দিতে। পেনাল্টি থেকে

মোহনবাগানকে ১-০ এগিয়ে দেন জেসন কামিংস। ১৯ মিনিটে লিড ২-০ করার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের সামনে। বক্সের ভিতরে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। বাঁ পায়ের শট। সামনে শুধুই গোলকিপার। যদিও সেখান থেকে শট মারলেন ক্রসবারের উপর দিয়ে! কোচ হোসে মোলিনা সহ সকলেরই মাথায় হাত। প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দেন সাহাল আব্দুল সামাদ। বাঁ দিক বল নিয়ে উঠছিলেন লিস্টন কোলাসো। পোস্টের সামনে থেকে মাইনাস করেন। ওয়ান টাচ ভলিতে গোল সাহাল আব্দুল সামাদের। প্রথমার্ধেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ২-০ এগিয়ে যাওয়ায় ১৮ নম্বর ট্রফির স্বপ্ন উজ্জ্বল হতে শুরু করে সবুজ মেরুন শিবিরে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে হঠাৎই খেলার রং বদল। ম্যাচের ৫৬ ও ৫৮ মিনিটে পরপর দু-গোল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের। ফাইনালও গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে প্রথম কিক 'মিস' মোহনবাগানের জেসন কামিংসের। গোলকিপার আগেই জায়গা ছাড়ায় রি-টেকের সুযোগ কামিংসের। আর ভুল করেননি বিশ্বকাপার কামিন্স। তৃতীয় স্পটকিকে লিস্টন কোলাসোর কিক বাঁচিয়ে দেন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড গোলকিপার গুরমীত। মোহনবাগানের অস্বস্তি বাড়ে। পার্থিবের কিকে হাত ছোঁয়ালেও আটকাতে ব্যর্থ বিশাল কাইথ। ফলে অ্যাডভান্টেজ ছিল নর্থ ইস্টই। শুভাশিসের কিকও বাঁচিয়ে দেন গুরমীত। আর এই সেভেই চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। ৪-৩ ব্যবধানে জয়ী হয়ে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট।

ইউএস ওপেনে ১৮ বছরের মধ্যে দ্রুততম বিদায় জকোভিচের

নিউ ইয়র্ক, ৩১ আগস্টঃ রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জয়ের স্বপ্নে আবারও ধাক্কা খেলেন নোভাক জকোভিচ। ইউএস ওপেনে আজ পুরুষদের সিঙ্গেলসের তৃতীয় রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সেই পপিরিনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৮তম পপিরিনের কাছে ৬-৪, ৬-৪, ২-৬, ৬-৪ গেমে হারেন জকোভিচ। এবারের ইউএস

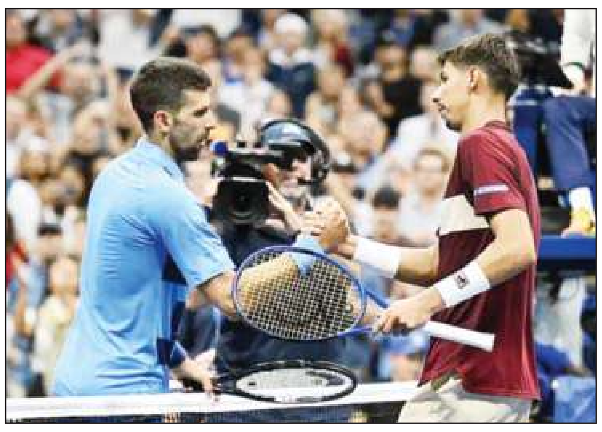

ওপেন দিয়ে মার্গারেট কোর্টকে পেছনে ফেলে মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে এককভাবে সর্বোচ্চ ২৫ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হওয়ার সুযোগ ছিল জকোভিচের সামনে। কিন্তু পপিরিনের কাছে হেরে ইউএস ওপেনে গত ১৮ বছরের মধ্যে দ্রুততম বিদায় ঘটল তাঁর। বছরের শেষ এ গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে সর্বশেষ ২০০৬ সালে তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন প্রতিযোগিতাটির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০১৭ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে পড়ার পর গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে এবারই দ্রুততম সময়ে বিদায় নিলেন ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় শীর্ষ এই তারকা। জকোভিচের বিদায়ের মধ্য দিয়ে ২২ বছর পর এবার একটি নজিরও দেখা যাবে। সর্বশেষ ২০০২ সালের পর ২০২৪ সালই হবে প্রথম বছর, যে বছরে টেনিসের 'বিগ থ্রি'র (রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ) মধ্যে কাউকে গ্র্যান্ড স্লাম জিততে দেখা যাবে না। শুধু কি তা-ই? ২০০৪ ফ্রেঞ্চ ওপেনের পর এবারের ইউএস ওপেনেই হবে প্রথম মেজর টুর্নামেন্ট, যেখানে শেষ ষোলোয় ফেডেরার, নাদাল ও জকোভিচের মধ্যে কাউকে দেখা যাবে না। অবশ্য ইউএস ওপেনে এবার ছেলেদের এককে তারকাদের মধ্যে শুধু জকোভিচই বিদায় নেননি এ বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনজয়ী তৃতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও গতকাল দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বিদায় নেন। প্যারিস অলিম্পিকে এবার সোনা জিতলেও এ বছর কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জেতা হলো না জকোভিচের। মাঝে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারও করিয়েছেন। এর আগে তিনবার পপিরিনকে হারালেও চতুর্থবারের মুখোমুখিতে মোট ৪৯টি আনফোর্সড এররের মাশুল গুনেছেন জকোভিচ। হারের পর সার্বিয়ান কিংবদন্তি নিজেই স্বীকার করলেন, ''এটা আমার জন্য খুব বাজে ম্যাচ ছিল।'' এবার ইউএস ওপেনে যেভাবে খেলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন, সেটিকে 'সফলতা' বলেই মনে করেন জকোভিচ। আসলে খুব বাজে খেলেও যে ওই পর্যন্ত ওঠা যায়, সেটা বোঝাতেই সম্ভবত এ মন্তব্য করেন হারের পর বিধ্বস্ত জকোভিচ, ''টুর্নামেন্টের শুরু থেকে যেভাবে খেলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছি, সেটা সফলতাই। এটি নিজের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে টেনিস খেলাগুলোর একটি।'' মাত্র চার সপ্তাহ আগে প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর দ্রুতই ইউএস ওপেনে খেলতে নেমে যাওয়াকেও হারের কারণ হিসেবে দেখছেন ৩৭ বছর বয়সী কিংবদন্তি, ''অবশ্যই প্রভাব তো ছিলই। সোনা জিততে অনেক উদ্দীপনা খরচ করেছি। নিউইয়র্কে যখন এসেছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ ছিলাম না।'' গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের কাছে হেরেছিলেন জকোভিচ। পরে সিনারই চ্যাম্পিয়ন হন। গত জুনে ফ্রেঞ্চ ওপেনে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন জকোভিচ। এরপর গত জুলাইয়ে উইম্বলডন ফাইনালে হেরেছেন আলকারাজের কাছে। এই তিন গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন জকোভিচ। এবার ইউএস ওপেনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের মুকুটও হারাতে হবে তাঁকে। এ কাজ যিনি করেছেন, সেই পপিরিনের স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে ভেসে যাওয়ার কথা। জকোভিচের বিপক্ষে তাঁর জয় গ্যালারি থেকে দেখেছেন দুবার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সাবেক টেনিস খেলোয়াড় লেটন হিউইট। ২০০৬ ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে হিউইটের কাছে হেরেই বিদায় নিয়েছিলেন জকোভিচ। জয়ের পর পপিরিন বলেছেন, ''আমি ভালো টেনিস খেলেছি। সর্বকালের সেরাকে হারিয়ে গ্র্যান্ড স্লামের চতুর্থ রাউন্ডে ওঠা অবিশ্বাস্য!''

ভারতে আসছেন টেনিস কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি, 'নতুন খেলার' শুরু তাঁর হাত ধরেই!

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য উচ্ছ্বাসের খবর। টেলিভিশনের পর্দায় নয়, এ বার ভারতে পা রাখছেন কিংবদন্তি টেনিস প্লেয়ার আন্দ্রে আগাসী। আট বারের গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জয়ী, প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর তারকা আসছেন নতুন খেলার জন্য। নতুন বছরের শুরুতে হবে পিকলবলের বড় টুর্নামেন্ট। পিডব্লুআই ডিইউপিআর ইন্ডিয়ান টুর অ্যান্ড লিগের সরকারি ভাবে শুরুয়াত হবে আন্দ্রে আগাসির হাত ধরেই। এখন থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে। তার অন্যতম কারণ, এর সঙ্গে জুড়েছেন আন্দ্রে আগাসির মতো কিংবদন্তি। দ্য টাইমস গ্রুপ, পিকলবল ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং ও ডাইনামিক ইউনিভার্সাল পিকলবল রেটিং-এর মিলিত উদ্যোগে এই টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। পিকলবল টুর্নামেন্টের জৌলুস বাড়ছে আন্দ্রে

আগাসির সৌজন্যে। ক্রীড়াবিশ্বে তাঁর নাম জানেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুর্লভ। বর্ণময় টেনিস কেরিয়ার। চারবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, দু-বার ইউএস ওপেন জিতেছেন। এ ছাড়া ফরাসি ওপেন, উইম্বলডনের মতো গ্র্যান্ড স্লাম ইভেন্টও। শুধু তাই নয়, ১৯৯৬ আটলান্টা অলিম্পিকে পুরুষদের সিঙ্গলসে সোনার পদক জিতেছেন কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি। তাঁর সফর ঘিরে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা যেমন উত্তেজনায় ছটফট করছেন, তেমনই তিনি নিজেও। এক ভিডিয়ো বার্তায় কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি বলেন, ''ভারত সফরের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। পিকলবল খেলা নিয়ে ভারতে উন্মাদনা বাড়াতেই এই সফর। সমর্থকদের উৎসাহ দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আশা করছি, এই টুর্নামেন্ট ভারতবর্ষে সাফল্যের মুখ দেখবে।'' আন্দ্রে আগাসির নাম ঘোষণায় পিডব্লুআর-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা মুখ্য কার্যনির্বাহি আধিকারিক প্রনব কোহলি বলেন, ''আমরা উত্তেজনায় ফুটছি। আন্দ্রে আগাসির মতো কিংবদন্তি ভারতে আসবেন এবং পিকলবলের নতুন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন। ভারতবর্ষে এই খেলার প্রচার এবং প্রসারে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে আন্দ্রে আগাসির উপস্থিতি।'' জানুয়ারিতে গ্র্যান্ড টুর্নামেন্টের আগে পিকলবলের ইন্ডিয়া মাস্টার্স অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২৪-২৭ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে এই টুর্নামেন্ট হবে। এরপর আগাসির হাত ধরে নতুন বছরের শুরুতে, নতুন অধ্যায়ের সূচনা ভারতের মাটিতে।

বিশ্বকাপের দিকে আরও এক পা, অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে বাংলার পেসার যুধাজিৎ

মুম্বই, ৩১ আগস্টঃ এ যেন নিখুঁত ছোবল! আউট সুইংয়ে পর পর ঘায়েল বিপক্ষের ব্যাটাররা। ১২০ রানের পুঁজি নিয়েও এমন বোলিং করা যায়? কল্পনার দরকার নেই, ১৮ বছরের এক বাঙালি পেসার কোচবিহার ট্রফিতে বিহারকে তছনছ করে দিয়েছিলেন কিছু দিন আগে। বয়সভিত্তিক বাংলাকে গত কয়েক বছর ধরেই টানছেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চির তরুণ। সেই তিনি এ বার পরতে চলেছেন ভারতীয় টিমের জার্সি। অনূর্ধ্ব-১৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান সিরিজের টিম ঘোষণা হল। তাতে বাংলা তো বটেই, পূর্বাঞ্চল থেকে একমাত্র রয়েছেন যুধাজিৎ গুহ। গত কয়েক বছর ধরেই বাংলায় ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের ভিড়। এই বাংলা থেকেই মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমারদের উত্থান। ভারতীয় দল খেলা। কিন্তু ভূমিপুত্র কোথায়? একটা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি আর মিলবে না? একটা ঋদ্ধিমান সাহা? সেই প্রশ্নের উত্তর যেন মেলানোর স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন চেতলার ছেলে। মসৃণ রানআপ। দর্শনীয় অ্যাকশন। আর ঘাতক সুইং। ইয়র্কার। ধারাবাহিকতা। যুধাজিকে এ ভাবেই ব্যাখ্যা করছে বাংলা এবং ভারতীয় ক্রিকেট মহল। কোচ সঞ্জীব সান্যাল স্বপ্ন দেখিয়েছেন যাঁকে। জুনিয়র কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস এগিয়ে দিয়েছেন যাঁকে। আর যাঁকে ধারালো করেছে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির রাজীব দত্ত, অপূর্ব দেশাইদের মতো কোচেরা। যুধাজিতের আশ্চর্য উত্থানের স্কোরবোর্ডে ঝুরিঝুরি উইকেট। শুধু গত বছরই ভিনু মানকড় আর কোচবিহার ট্রফিতে ৩২ উইকেট নিয়েছেন বাঙালি পেসার। এনসিএ-র চারদলীয় টুর্নামেন্টের ৪ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঢুকে পড়েছেন নির্বাচকদের খাতায়। ২০২৬ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। তার জন্য এখন থেকেই টিম গোছানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে রয়েছেন যুধাজিৎ। ২১, ২৩ ও ২৬ সেপ্টেম্বর পন্ডিচেরিতে তিনটে ম্যাচ। ওই টিমে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত দ্রাবিড়। ক্যাপ্টেন মহম্মদ আমন। এই সিরিজই মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যুধাজিতের। জাতীয় স্তরে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ঘরোয়া টুর্নামেন্টেও একইরকম সফল যুধাজিৎ। ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের হয়ে মাত্র ৯ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়েছেন। একই সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎও ধরা হচ্ছে তাঁকে। আগামী মরসুমের ৩০ জনের সম্ভাব্য দলে সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত দলেও থাকবেন। সামি, মুকেশরা ব্যস্ত থাকবেন জাতীয় টিমের হয়ে। যুধাজিকে তাই সুযোগ দিতে চাইছেন বাংলার টিম ম্যানেজমেন্ট। জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও যুধাজিৎ প্রচারমাধ্যম থেকে বরাবরের মতো দূরেই রয়েছেন। এমনকি ফেসবুক অ্যাকাউন্টও নেই। যুধাজিতের কোচ সঞ্জীব বলে দিলেন, ''লম্বা সফর। তাই উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই। যুধাজিৎকে বলেছি, যে ম্যাচেই সুযোগ পাবেন, সেরাটা দিও।''

দলীপের আগে খারাপ খবর, সূর্যকুমার যাদবের হাতে চোট

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ লক্ষ্য টেস্ট ক্রিকেট। সে কারণে লাল-বলের ক্রিকেটে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সেরা ব্যাটার। মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রির আক্ষেপ টেস্ট ক্রিকেট। এখনও অবধি মাত্র একটি টেস্ট খেলার সুযোগ হয়েছে। সামনেই ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। তার আগে বুচি বাবু টুর্নামেন্ট এবং দলীপ ট্রফিতে লাল-বলে নিজের স্কিল ঝালিয়ে নিতে মরিয়া সূর্যকুমার যাদব। যদিও বুচি বাবুতে নামতেই অঘটন। ব্যাটিংয়ে হতাশা। তার চেয়েও হতাশা হাতের চোটে। বুচি বাবু টুর্নামেন্টে একটি ম্যাচেই খেলার কথা জানিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল। যদিও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ৩০ রানেই ইতি। তামিলনাড়ু স্পিনারদের সামনে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সূর্যকুমার যাদব মাত্র ৩৮ ডেলিভারি মাঠে ছিলেন। ফিল্ডিংয়েই

হাতে চোট পান সূর্যকুমার যাদব। স্বাভাবিক ভাবেই হতাশা ঘিরে ধরেছে। সঙ্গে আশঙ্কাও। দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ডে খেলতে পারবেন তো সূর্যকুমার যাদব? বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর। দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ড শুরু ৫ সেপ্টেম্বর। এই পর্বের মাঝেই বাংলাদেশ সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা হতে পারে। দলীপের আগে সূর্যকুমার যাদব ফিট হয়ে উঠতে না পারলে কিংবা দলীপে পারফরম্যান্স ভালো না হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে সুযোগের সম্ভাবনা কমবে। যদিও তাঁর চোট কতটা গুরুতর, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তাঁকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে বলাই যায়।

ইউনাইটেডকে হারিয়ে দুরন্ত জয় রাসবিহারির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ আজ টাউন মাঠে সিঁথি রাসবিহারির সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গর ইউনাইটেডের ম্যাচে ২-১ গোলে জয়লাভ করে রাসবিহারি। এদিন খেলার প্রথমার্ধের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাসবিহারির হয়ে প্রথম গোলটি করেন রনি সাহা। মাঠে কাদা থাকায় কোনও পক্ষই সুবিধা করতে পারছিল না। ছন্দে পাওয়া যায়নি কোনও দলকেই। মাঠে কাদা থাকায় ফাউলও করে দু'পক্ষই। প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে রাসবিহারি। দ্বিতীয়ার্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব গোল করে সমতা ফেরান। খেলার ফল ১-১ হয়ে যাওয়ায় চাপ বাড়তে থাকে সিঁথি রাসবিহারির ওপর। কিন্তু খেলার একদম শেষ প্রান্তে এসে পেনাল্টি থেকে সৌভিক মল্লিক গোল করে দলকে ২-১-এ জয় এনে দেয়। ছয় ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে সিঁথি রাসবিহারী রয়েছে চতুর্থ স্থান।

দ্রাবিড় পুত্র বলেই জাতীয় দলে সমিত! স্কোয়াড ঘোষণা হতেই চরম বিদ্রুপ

মুম্বই, ৩১ আগস্টঃ বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া... ভারতের প্রাক্তন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত দ্রাবিড়ের জন্য এই প্রবাদ অনেকেই বলেন। বর্তমানে সমিত ব্যস্ত মহারাজা টি-২০ ট্রফিতে। এ বছরই সিনিয়রদের টি-টোয়েন্টি লিগে অভিষেক হয়েছে দ্রাবিড় পুত্রর। মাইসোর ওয়ারিয়র্স টিমে খেলছেন তিনি। এ বার তাঁর জন্য খুলে গেল জাতীয় দলের দরজা। অনূর্ধ্ব-১৯ টিমে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার সমিত দ্রাবিড়। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ ও চার দিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। অজিদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য টিম ইন্ডিয়ার দুটি স্কোয়াডেই সমিত সুযোগ পেয়েছেন। এ বার চরম বিদ্রুপের শিকার তিনি। কিন্তু কেন? বছর ১৮-র সমিত দ্রাবিড় মহারাজা টি-২০ ট্রফিতে ৭ ম্যাচে ৮২ রান করেছেন। যার মধ্যে সর্বাধিক ৩৩। এ বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি দুটি স্কোয়াডেই সুযোগ পাওয়ায় অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমিতরে বিদ্রুপ করা শুরু করেছেন। এক এক্স ব্যবহারকারী লেখেন, 'মহারাজা ট্রফির পারফরম্যান্সের পর সমিতের এখানে সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। এখানেও নেপোটিজম কাজ করছে।' অপর একজন লিখেছেন, 'মহারাজা ট্রফিতে আমি রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত দ্রাবিড়ের ব্যাটিং দেখেছি। শর্ট

বলের বিরুদ্ধে ওর টেকনিকে সমস্যা রয়েছে। কিসের ভিত্তিতে ওকে দলে বেছে নেওয়া হল? আমি জানি ওর বাবার জন্যই ও সুযোগ পেয়েছে। নেপোটিজম ঘিরে রয়েছে।' উল্টো মতামতও দিচ্ছেন অনেকে। জাতীয় দলে ডাক সমিত ডাক পাওয়ায় এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'দুটো স্কোয়াডে সমিত দ্রাবিড় রয়েছে। ওকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।' অনেকে আবার সমিতকে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য শুভেচ্ছাও জানাচ্ছেন। ২০২৬ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সে কথা মাথায় রেখে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট দল গোছানোর চেষ্টা করছে। সমিত দ্রাবিড় মহারাজা টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করতে না পারলেও কোচবিহার ট্রফিতে অনবদ্য খেলেছিলেন। ব্যাটে-বলে কর্নাটকের হয়ে কোচবিহার ট্রফি জেতায় বড় অবদান রেখেছিলেন।

মেসির মাঠে ফিরতে আরও দেরি, ক্রমশ বাড়ছে যে শঙ্কা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সব ভালোরই শেষ আছে। সেই নিয়ম মেনে একদিন ফুটবলকে বিদায় বলে দেবেন লিওনেল মেসিও। কিন্তু মেসি এমন একজন, যাঁর বিদায়ের ভাবনাটাই ফুটবলপ্রেমীদের মনকে বিষাদে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। ভক্ত-সমর্থকেরা তো বটেই, প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরাও নাকি অনেক সময় খেলা থামিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখেন মেসিকে। নাহ, মেসি এখনো বিদায় বলেননি। খুব দ্রুত বলবেন-এমন ইঙ্গিতও নেই। কিন্তু মেসির বিদায়ের ভাবনাটা বারবার সামনে নিয়ে আসছে অপয়া চোট। যে চোটে প্রায় দেড় মাস ধরে মাঠের বাইরে আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এর মধ্যে গত সপ্তাহে মাঠের অনুশীলনে ফিরে আশা জাগালেও, আশার সেই বেলুন চুপসে গেছে। চিকিৎসকদের সাড়া না পাওয়ায় শিকাগোর বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর, যা মেসি-ভক্তদের হতাশার মাত্রাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছে। গত মাসে কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। সেদিন ডাগআউটে বসে কাঁদতেও দেখা যায় তাঁকে। এমন নয় যে আগে কখনো চোটে পড়েননি বা মাঠ ছেড়ে যাননি। কিন্তু এবার কান্না কেন? হয়তো ফাইনাল শেষ না করে মাঠ ছাড়ার হতাশার কারণে কেঁদেছিলেন মেসি। কিন্তু সেদিন মেসির কান্না ভিন্ন এক বার্তাও দিয়েছিল। কে জানে, সেদিন মাঠ ছাড়ার পর মেসি নিজেও হয়তো বিদায়ের আশঙ্কায় তাড়িত হয়েছিলেন। হওয়াটা অবশ্য অমূলক নয়। কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে চোট যে তাঁর পিছুই ছাড়ছে না। ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট বলছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মেসি এখন পর্যন্ত চোটে পড়েছেন ছয়বার। তবে এবারের মতো লম্বা সময়ের জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়নি। লিগামেন্টের চোটে সব মিলিয়ে মেসি মাঠের বাইরে আছেন ৪৬ দিন। হাতে গোনা কয়েকবার এর চেয়ে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। বয়স ও

ফিটনেস বিবেচনায় নিলে মেসির এই চোট আতঙ্ক জাগানোর মতোই। এমনও নয় যে চোট কাটিয়ে তিনি ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই মেসিকে মাঠে ফেরানোর আগে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় আছে তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি। মেসির চোট নিয়ে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, ''ছয় সপ্তাহ ধরে এই চোট নিয়ে সে ভুগছে। তার পুরোপুরি সেরে ওঠা জরুরি। তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের শান্ত হয়ে সবদিক বিবেচনা করতে হবে। সে কয়েক সপ্তাহ আগে অনুশীলন শুরু করেছে, প্রাথমিকভাবে সে চিকিৎসক ও শারীরিক প্রশিক্ষকের সঙ্গে কাজ করেছে। এরপর সে আংশিকভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছে। আমরা এখনো তার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করছি।'' মেসির বারবার এভাবে চোটে পড়া মোটেও ভালো বার্তা দিচ্ছে না। এর মধ্যে ইন্টার মায়ামির হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচেও দর্শক হয়ে থাকতে যাচ্ছেন তিনি। ২০২৬ বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, মেসির না খেলার শঙ্কাও তাই বেড়ে চলেছে। পূর্ণ ফিট মেসি এখনো প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্কের। কিন্তু একের পর এক চোট রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছে আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে। সামনের দিনগুলোতেও এমন চোটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে মেসিকে চাইলেই আগের মতো করে খেলাতে পারবে না আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামি। বিশেষ করে বিশ্বকাপ ভাবনায় রাখলে মেসিকে নিয়ে বিকল্প পরিকল্পনা করতে হতে পারে। তখন হয়তো শুধু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতেই মাঠে নামাতে হবে তাঁকে। এরপরও চোটে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর্জেন্টিনা দলের কোচ ও সতীর্থরা অবশ্য মেসিকে বিশ্বকাপে পেতে মরিয়া। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টারও কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে। লিভারপুলের এই মিডফিল্ডার বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস মেসি বিশ্বকাপে খেলবেন। মেসি নিজেও অবশ্য বিশ্বকাপ খেলা বা না খেলা নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। তবে বিশ্বকাপ খেলতে হলে তাঁকে যে কঠিন এক পথ পাড়ি দিতে হবে, তা বলাই যায়।

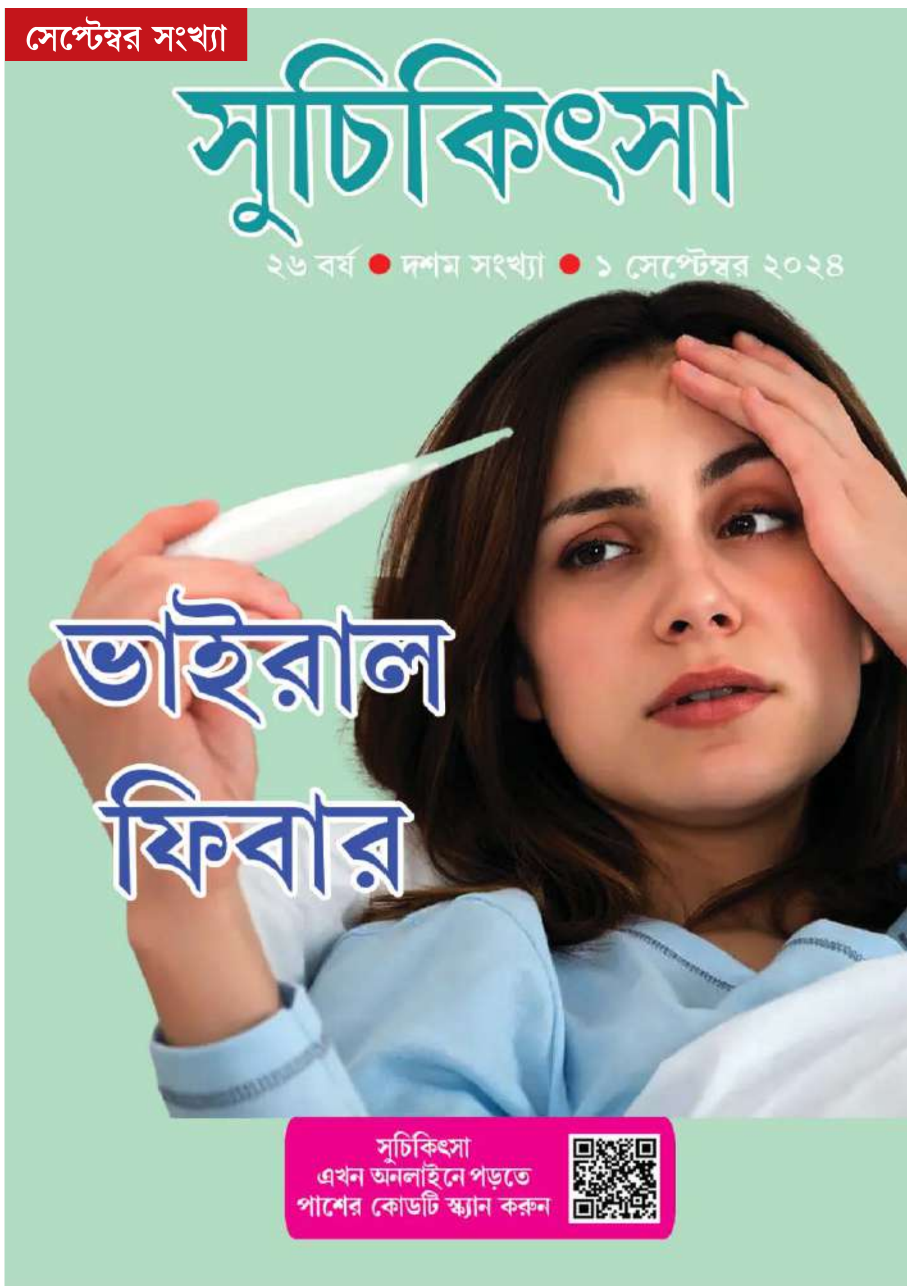

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com